Acc. No 1423
Coll No 294.5926 ভাগ শ্রী MS (0)
Date ....
B. G. M.

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

দশমঃ স্কন্ধঃ

অষ্টাচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

অথ বিজ্ঞায় ভগবান্ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনঃ।
সৈরিন্ধ্র্যাঃ কামতপ্তায়াঃ প্রিয়মিচ্ছন্ গৃহং যযৌ ॥ ১ ॥

মহার্হোপস্করৈরাঢ্যং কামোপায়োপবৃংহিতম্।
মুক্তাদাম-পতাকাভির্ব্বিতানশয়নাসনৈঃ।
ধূপৈঃ সুরভিভির্দীপৈঃ স্রগ্‌গন্ধৈরপি মণ্ডিতম্ ॥ ২ ॥

১-২। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুকউবাচ। অথ সর্বাত্মা সর্বদর্শনঃ ভগবান্ বিজ্ঞায় (পিত্রাদীনাং প্রত্যেকং সান্ত্বনপ্রায়ং বিশেষেণানুভূয়) [কদাচিৎ] কামতপ্তায়াঃ সৈরিন্ধ্র্যাঃ প্রিয়ং ইচ্ছন্ গৃহং (তদালয়ং) যযৌ (গতবান্)।

[তৎগৃহং] মহার্হোপস্করৈঃ (মহামূল্যগৃহোপকরণৈঃ) আঢ্যং (অন্বিতং) কামপায়োপবৃংহিতং ('কামোপায়ৈঃ' মধুতাম্বুলাদিভিঃ ক্রীড়োপকরণৈঃ 'উপবৃংহিতং' সমৃদ্ধং) মুক্তাদামপতাকাভিঃ, বিতান-শয়নাসনৈঃ সুরভিভিঃ ধূপৈঃ দীপৈঃ স্রগ্‌গন্ধৈঃ (মাল্যগন্ধৈঃ) অপি মণ্ডিতং।

১২। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! সর্ববন্ধু সর্বদর্শী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধব মথুরায় ফিরে এলে তার মুখে পিতামাতাদি ব্রজজনদের কিছুটা সান্ত্বনা-প্রাপ্তির কথা বিশেষভাবে অনুভব করত, কোনও একদিন কামসন্তপ্তা কুব্জা নামে প্রসিদ্ধা সৈরিন্ধ্রীর প্রীতিবিশেষ সম্পাদান করার জন্য তার গৃহে গেলেন।

তদীয় গৃহ মহামূল্য উপকরণসমূহে পূর্ণ এবং কামোদ্দীপক মধু-তাম্বুলাদি ক্রীড়া-উপকরণে সমৃদ্ধ, গৃহাভ্যন্তরস্থ মুক্তামালা, গৃহের উপরস্থ পতাকা এবং চাঁদোয়া-শয্যা-আসন-সুগন্ধ-ধূপ-দীপ-মাল্য-গন্ধ দ্বারা অলঙ্কৃত করা হয়েছে উদ্ধবের পরামর্শ মতো।

১-২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** সৈরিন্ধ্রীমপি সংতংক্তুমহং শক্তোঽস্মি নোদ্ধব।
কিমুত ব্রজলোকাংস্তানিতি ব্যঞ্জন্নিমামগাৎ॥
শ্রীসৈরিন্ধ্র্যৈ নমস্তস্যৈ যৎকৃপাকৃষ্টমানসঃ।
স্বয়ং গৃহং গতো রন্তুমসঙ্কোচং রমাপতিঃ॥

১-২ অথেতি সার্দ্ধদ্বয়কম্। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ; অথেত্যুদ্ধবস্যাগমনহেতোর্বিজ্ঞায় বহূনি দিনানি ব্যাপ্য তন্মুখাদ্ব্রজৌকসাং পিত্রাদীনাং প্রত্যেকং সান্ত্বনপ্রায়ং বিশেষেণানুভূয় কদাচিৎ সৈরিন্ধ্র্যা গৃহং যযৌ। কীদৃশ্যাঃ? কামতপ্তায়াঃ স্বার্থাভিলাষবিশেষেণ দহ্যমানায়াঃ। তর্হি কিমেষোঽপি কামী? নেত্যাহ—প্রিয়মিচ্ছন্, মৎপ্রীত্যর্থমসাবঙ্গরাগং মহ্যমর্পিতবতী, তস্মাদহমস্যাঃ প্রীতিবিশেষমেব কৃত্বা অনৃণঃ স্যামিতি বিচারয়ন্নিত্যর্থঃ। নন্ু কুতস্তস্যাস্তাদৃশমপি বাঞ্ছিতং বিধিৎসিতবান্ জ্ঞাতবাংশ্চ? তত্রাহ—সর্ব্বেতি; সর্ব্বাত্মত্বেন সর্ব্বহিতকারিত্বাত্তদপি কর্ত্তুমুচিতঃ, সর্ব্বদর্শনত্বেন তদপি জ্ঞাতেত্যর্থঃ। কামোপায়া মধুতাম্বুলাদয়ঃ উপস্করানেব প্রপঞ্চয়তি—মুক্তেত্যাদিনা মুক্তাদামানি গৃহস্যান্তে পতাকাশ্চোপরীতি জ্ঞেয়ম্। সুরভিভিরিতি যথাযথং বিতানাদিভিরপি যোজ্যম্। কিন্তু তদেতাবদ্বিধানমুদ্ধব-বাচিকাদেব গম্যতে ॥ জী০ ১-২ ॥

১-২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** [সৈরিন্ধ্রী শব্দের অর্থঃ স্বাধীনভাবে পর গৃহে অবস্থিতা শিল্পকারিণী] (সৈরিন্ধ্রীই কুব্জা) হে উদ্ধব আমি সৈরিন্ধ্রীকেও পরিত্যাগে সক্ষম নই। ব্রজলোকদের কথা আর বলবার কি আছে, এ কথা প্রকাশের জন্য সৈরিন্ধ্রীর ঘরে গেলেন। যার প্রতি দয়ায় আকৃষ্টমনা হয়ে রমাপতি অসঙ্কোচে বিহারের জন্য স্বয়ং তার গৃহে গেলেন, সেই কুব্জাকে প্রণাম।

'অথ' থেকে 'মণ্ডিত' পর্যন্ত ২½ শ্লোক ব্যাখ্যা—'ভগবান্' শ্রীকৃষ্ণ **অথ ইতি**—অতঃপর উদ্ধব মথুরায় ফিরে এলে বহু দিন ধরে তার মুখ থেকে শুনে শুনে পিতামাতাদির ও অন্য ব্রজজনদের কিছুটা সান্ত্বনা হয়েছে, ইহা 'বিজ্ঞায়' বিশেষরূপে অনুভব করত কোনও এক দিন কুব্জার গৃহে গেলেন। তৎকালে কুব্জা কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন? এরই উত্তরে, **কামতপ্তায়াঃ**—স্বপ্রয়োজন-অভিলাষদ্বারা দহ্যমানা। তাহলে কি কৃষ্ণও কামতপ্ত! না না কামতপ্ত নয়, এই আশয়ে বলা হল **প্রিয়মিচ্ছন্**—আমার প্রীতির জন্য এই কুব্জা আমাকে অঙ্গরাগ অর্পণ করেছিল, সে কারণে আমি উহার প্রীতিবিশেষ সম্পাদন করে অঋণী হব, এরূপ বিচার করে তার গৃহে গেলেন। আচ্ছা কেনই বা কুব্জার বাঞ্ছা তাদৃশ হলেও তা বিধান-ইচ্ছা করলেন,—কুব্জার বাঞ্ছা জানতেন কি? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, **সর্বাত্মা সর্বদর্শনঃ**—অন্তর্যামী রূপে সকলের হৃদয়ে থাকায় জানতেন, সর্বহীতকারী হওয়া হেতুও এ তাঁর পক্ষে করাই যুক্তিযুক্ত। 'সর্বদর্শনঃ, সকলের সবকিছু দেখেন, তাই কুব্জার অন্তরের ভাব জেনেই গেলেন, এরূপ অর্থ। **কামোপায়া**—কামোদ্দীপক 'মধুতাম্বুলাদি', **উপস্কারৈ**—গৃহের উপকরণ বলছেন, যথা মুক্তা প্রভৃতি। গৃহের ভিতরে মুক্তামালা দ্বারা এবং গৃহের উপরে পতাকা দ্বারা সজ্জিত। সুরভি-গন্ধাদি দ্বারা সুরভিত, **বিতান**—চাঁদোয়া যথাযথ ভাবে খাটিয়ে সজ্জিত। কিন্তু আগা-গোড়া সব ব্যবস্থা উদ্ধবের পরামর্শেই হয়েছে; এরূপ বুঝতে হবে ॥ জী০ ১-২ ॥

গৃহং তমায়ান্তমবেক্ষ্য সাসনাৎ
সদ্যঃ সমুত্থায় হি জাতসম্ভ্রমা।
যথোপসঙ্গম্য সখীভিরচ্যুতং
সভাজয়ামাস সদাসনাদিভিঃ ॥ ৩ ॥

৩। **অন্বয়ঃ** সা (সৈরিন্ধ্রী) গৃহং (স্বভবনং প্রতি) আয়ান্তম্ (আগচ্ছন্তং) তম্ অচ্যুতং অবেক্ষ্য (দূরে দৃষ্ট্বা) জাত-সম্ভ্রমা (জাতঃ 'সম্ভ্রমঃ' হর্ষাদি জনিত আবেগঃ যস্যাঃ তাদৃশীসতী) সদ্যঃ আসনাৎ সমুত্থায় হি সখীভিঃ [সহ] যথা (যথোচিতং) উপসঙ্গম্য সদাসনাদিভিঃ সভাজয়ামাস (পূজয়ামাস)।

৩। **মূলানুবাদঃ** সৈরিন্ধ্রী শ্রীঅচ্যুতকে নিজগৃহের দিকে আসতে দেখে ভক্তিজনিত ব্যগ্রতায় তৎক্ষণাৎ আসন থেকে উঠে পড়ে সখীগণের সহিত নিকটে এসে এস্তে ব্যস্তে যথোচিত সুবর্ণময় আসনাদি পূজোপকরণ নিবেদন করতে লাগলেন।

১-২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অষ্টচত্বারিংশকেঽগাৎ কুব্জা রময়িতুং হরিঃ।
স্তুতোঽক্রূরেণ তদ্গেহে প্রাহিণোত্তং গজাহ্বয়ম্ ॥

বিজ্ঞায়োদ্ধবোক্তং বিশেষতো জ্ঞাত্বা তত্র সমাধানং পূর্বমেব কৃতবানিত্যাহ,— ভগবান্মহাতর্ক্যৈশ্বর্যাদেব মথুরায়াং স্থিতোঽপি প্রকাশান্তরেণ ব্রজমগাদেবেত্যর্থঃ। সর্বাত্মত্বাদেব সর্বমনোরথং পূরয়িতুমিত্যর্থঃ। কিন্তূদ্ধবসমাধানার্থং সর্বদর্শনঃ। তদা উদ্ধবং প্রতি স্বীয় প্রকাশদ্বৈতবিরহপ্রকাশেঽপ্যাবির্ভাবাদিকমতিরহস্যমপি জ্ঞাপয়ামাসেবেত্যর্থঃ। ততশ্চ পূর্বং যৎ প্রতিশ্রুতং তৎ দাতুং তেন সহ কুব্জয়া গৃহং জগামেত্যাহ,— সৈরিন্ধ্র্যা ইতি। মহার্হেতি সম্ভোগোৎসবোপযোগিবহূপকরণান্বিতমিত্যর্থঃ। কামোপায়াঃ কামোদ্দীপকালেখ্যবিশেষা ঔষধবিশেষাশ্চ ॥ ১-২ ॥

১-২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** এই অধ্যায়ে কুব্জার সহিত বিহারের জন্য শ্রীকৃষ্ণের তৎ গৃহে গমন এবং অক্রূরের গৃহে তার দ্বারা স্তুত হওয়ার পর তাকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ।

বিজ্ঞায়—উদ্ধব-কথিত ব্রজের কথা বিশেষভাবে জেনে পূর্বেই যা সমাধান করেছিলেন তাই পরবর্তী 'ভগবান্' শব্দে সূচিত হয়েছে, এই শব্দে শ্রীকৃষ্ণের মহাঅতর্ক ঐশ্বর্য্য লক্ষিত. যার বলে মথুরায় অবস্থিত হয়েও অন্য প্রকাশে অর্থাৎ অপ্রকট প্রকাশে ব্রজেই গেলেন, **সর্বাত্মা**—সকলেরই বন্ধু হওয়ায় সকল ব্রজজনের মনোরথ পূরণ করার জন্য গেলেন। **সর্বদর্শনঃ**—কিন্তু উদ্ধব সম্বন্ধে সবকিছু সমাধানের জন্য কৃষ্ণ সর্বদর্শীরূপে তদা উদ্ধবের কাছে স্বীয় প্রকাশের দ্বিবিধত্ব, বিরহ প্রকাশেও আবির্ভাবাদি অতি রহস্যও খুলে জানালেন (শ্রীভা০ ১০।৪৫।২৫) বিশ্বটীকা দ্রষ্টব্য। অতঃপর পূর্বে কুব্জাকে যা দানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা দেওয়ার জন্য উদ্ধবসহ কুব্জার ঘরে গমন করলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে —সৈরিন্ধ্রী।

তথোদ্ধবঃ সাধু তয়াঽভিপূজিতো
ন্যষীদদুর্ব্ব্যামভিমৃশ্য চাসনম্।
কৃষ্ণোঽপি তূর্ণং শয়নং মহাধনং
বিবেশ লোকাচরিতানুব্রতঃ ॥ ৪ ॥

৪। **অন্বয়** ঃ তথা (তদ্বৎ) উদ্ধবঃ [চ] সাধু [যথা স্যাৎ তথা] তয়া (সৈরিন্ধ্র্যা) অভিপূজিতঃ অভিতঃপূজিতঃ সন্) আসনং অভিমৃশ্য (ভক্ত্যা আসনং স্পৃষ্ট্বা) উর্বাং (ভূম্যাং) ন্যষীদৎ (উপবিষ্টঃ) লোকাচরিতানি (লোকাচারান্) অনুব্রতঃ (অনুসৃতঃ) কৃষ্ণঃ অপি তূর্ণং (সত্বরং) মহাধনং (মহামূল্যং) শয়নং (শয্যাং) বিবেশ।

৪। **মূলানুবাদ** ঃ প্রথমে যথা কৃষ্ণ পূজিত হলেন, সেই একই উপকরণে যথোচিত সম্মানের সহিত উদ্ধবও কুব্জার দ্বারা পূজিত হলেন। কুব্জা-দত্ত আসনাদি স্পর্শ করত সরিয়ে রেখে মাটিতে বসে পড়লেন উদ্ধব মহাশয়। শ্রীকৃষ্ণও লোকাচার অনুসারে অন্তর্গৃহস্থিত অমূল্য রত্নময় শয্যায় শীঘ্র গিয়ে বসে পড়লেন।

মহার্হো ইতি—সম্ভোগ-উৎসবোপযোগি বহু উপকরণে সমৃদ্ধ। **কামোপায়ো**—কাম-উদ্দীপক চিত্রপট বিশেষ ও ঔষধ বিশেষ ॥ বি° ১-২ ॥

৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ অবেক্ষ্য, দূরে দৃষ্ট্বা সম্যগত্যুল্লাসেনোত্থায়। হি পাদপূরণে। তচ্চ করণং তস্যাঃ সম্ভ্রমক্রমেণ। উল্লাসকার্য্যমাহ—জাতসম্ভ্রমা, সম্ভ্রমশ্চিত্তত্বরয়া। অচ্যুতমিতি প্রতিজ্ঞাতচ্যুতিরাহিত্যাভিপ্রায়াৎ ॥ জী০ ৩ ॥

৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ **অবেক্ষ্য**—দূরে দেখেই **সমুত্থায়**—'সম্যক্' অতি উল্লাসে দাঁড়িয়ে পড়ে। **হি**—পাদপূরণে। কুব্জার সেই পূজা-উপকরণও নিবেদিত হল ভক্তি জনিত ব্যস্ততায়। উল্লাস কার্য বলা হচ্ছে, **জাতসম্ভ্রমা**—চিত্তে ভক্তিজনিত ব্যগ্রতা জন্মাল, ত্রস্তে-ব্যস্তে পূজোপকরণ নিবেদন করতে লাগলেন। **অচ্যুত**—প্রতিজ্ঞাত কথা থেকে চ্যুতি রহিত। এই অভিপ্রায়েই শব্দটির ব্যবহার এখানে ॥ জী০ ৩ ॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ যথা যথোচিতম্ ॥ ৩ ॥

৩। **বিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ যথা যথোচিত ॥ বি০ ৩ ॥

৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ তথেত্যুক্তসমুচ্চয়ে। উদ্ধবশ্চ সাধু যথা স্যাত্তথা তয়া সৈরিন্ধ্র্যা, অভিতঃ পূজিতঃ। উর্ব্যাং ন্যষীদদিতি ভক্ত্যা আসনমভিমৃশ্য স্পৃষ্ট্বেতি তস্যাঃ প্রীত্যর্থং বন্দিত্বেত্যর্থো বা মহাধনমমূল্যরত্নাদিময়মিত্যর্থঃ। তূর্ণং বিবেশেতি—পূজায়াঃ পূর্ব্বমাসনে নিবিষ্টঃ তত উত্থায় সত্বরং গৃহান্তঃশয্যায়াং স্বয়মেবোপবিবেশেত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—লোকানামাচরিতানি স্বৈরস্ত্রী-গৃহমধ্যে রত্যর্থং

সা মজ্জনালেপ-দুকূল-ভূষণ-
স্রগ্-গন্ধ-তাম্বুল-সুধাসাদিভিঃ।
প্রসাধিতাত্মোপসসার মাধবং
সব্রীড় লীলোৎস্মিত বিভ্রমেক্ষিতৈঃ ॥ ৫ ॥

৫। **অন্বয়** ঃ সা (সৈরিন্ধ্রী অপি) মজ্জনালেপদুকূল-ভূষণ-স্রগ-গন্ধ-তাম্বুল-সুধা-সবাদিভিঃ প্রসাধিতাত্মা (যোগ্যতাং আপাদিতঃ দেহো যয়া সা) সব্রীড়-লীলোৎস্মিত—বিভ্রমেক্ষিতৈঃ মাধবং উপসসার (তৎসমীপমাজগাম ইত্যর্থঃ)

৫। **মূলানুবাদ** ঃ স্নান—অনুলেপন বসন-ভূষণ মাল্য-গন্ধতাম্বুল ও সুধা প্রভৃতি উপকরণে নিজ দেহকে রতি-যোগ্যতা পাইয়ে সলজ্জ-লীলোদ্গত-স্মিত-বিলাস কটাক্ষের সহিত ধীরে ধীরে মাধবের নিকট গেলেন কুব্জা।

স্বেচ্ছয়ৈবাশু তচ্ছয্যাধিষ্ঠেয়েতি-পর্য্যন্তলক্ষণানি সর্ব্বাণ্যেবানুব্রতোঽনুসৃতঃ, স্বীকৃতলৌকিকলীলত্বাদিত্যর্থঃ। অত ইদমপি রাত্রাবেব বোদ্ধব্যম্ ॥ জী০ ৪ ॥

৪। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ **তথা ইতি**—পূর্বে যথা কৃষ্ণ পূজিত হলেন, তথা অর্থাৎ সেই একই উপকরণে উদ্ধবও যথোচিত সম্মানের সহিত পূজিত হলেন কুব্জার দ্বারা। **অভিপূজিত**—'অভি' সর্বতোভাবে অর্থাৎ স্বহস্তে আসনাদি পেতে আদরে পূজিত। **উর্ব্যাং ন্যষীদৎ**—মাটিতে বসলেন, কুব্জার প্রীতির জন্য বা বন্দনা-উদ্দেশ্যে আসন **অভিমৃশ্য**—স্পর্শ করে সরিয়ে রেখে। **মহাপ্রবং শয়নং**—অমূল্য রত্নাদিময় শয্যা **তূর্ণং বিবেশ ইতি** পূজার্থে পাতা আসনে ক্ষণ কাল বসেই, তার থেকে উঠে পড়ে সত্বর ঘরের ভিতরের শয্যায় নিজে নিজেই গিয়ে উপবেশন করলেন। এ বিষয়ে হেতু,—'লোকাচরিতানি' অনুব্রতঃ—লোকাচার অনুসরণ। ইহা কি? 'কুলটা স্ত্রীদের ঘরের মধ্যে রতির নিমিত্ত স্বেচ্ছায় সত্বর তার শয্যায় উপবেশন করবে।' এই পর্যন্ত লক্ষণ সকল সবকিছুই 'অনুব্রতঃ' অনুসরণ করলেন,—লৌকিক লীলা স্বীকার করা হেতু। অতএব রাত্রেও লৌকিক লীলাই অনুসরণ করা হয়েছিল, এরূপ বুঝতে হবে ॥ জী০ ৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ উর্ব্যাং ন্যষীদদিতি কৃষ্ণপ্রিয়য়া তয়া স্বহস্তদত্তাসনে দাসস্য তস্যোপবেশানৌচিত্যাৎ। অভিমৃশ্য স্বহস্তেন স্পৃষ্ট্বেতি তস্যাজ্ঞাপালনার্থম্। শয়নমন্তর্গৃহস্থিতশয্যাম্ ॥ বি০ ৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **উর্ব্যাংন্যষীদিতি**—উদ্ধব মাটিতে বসে পড়লেন,—কৃষ্ণপ্রিয়া কুব্জার স্বহস্তে দেওয়া আসনে দাস তার উপবেশন উচিত না হওয়া হেতু। **অভিমৃশ্য**—স্বহস্তে স্পর্শ করলেন কুব্জার আজ্ঞা পালনার্থে। **শয়নম্**—অন্তর্গৃহস্থিত শয্যা ॥ বি০ ৪ ॥

আহূয় কান্তাং নবসঙ্গম-হ্রিয়া।
বিশঙ্কিতাং কঙ্কণভূষিতে করে॥
প্রগৃহ্য শয্যামধিবেশ্য রাময়া
রেমেঽনুলেপার্পণপুণ্যলেশয়া ॥ ৬ ॥

৬। **অন্বয়ঃ** [তদা শ্রীকৃষ্ণ] নবসঙ্গমহ্রিয়া বিশঙ্কিতাং কান্তাং আহূয় কঙ্কন ভূষিতে করে প্রগৃহ্য (ধৃত্বা) শয্যাং অধিবেশ্য (উপবেশ্য) অনুলেপার্পণপুণ্যলেশয়া ('অনুলেপার্পণেন' হরেঃ গন্ধ সমর্পণেন লব্ধঃ 'পুণ্যলেশঃ' পুণ্যৈকদেশঃ যয়া সা তথা তয়া) রাময়া (তয়া সৌরিন্ধ্র্যাসহ)।

৬। **মূলানুবাদ ঃ** মাধবও নবসঙ্গম লজ্জায় বিশঙ্কিতা কান্তা সৈরিন্ধ্রীকে আহ্বান করত তার কঙ্কণ-ভূষিত করদ্বয় আদরে ধরে শয্যায় উপবেশন করিয়ে নিজ প্রতি অনুলেপন সমর্পণে লব্ধ-পুণ্যা তার সহিত বিহার করতে লাগলেন।

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** আলেপশ্চন্দনাদিপঙ্ক', গন্ধো বহিঃসম্পর্কজশ্চন্দনাদিনির্যাসঃ, সুধাবদাসবো মধু। উপসসার সমীপে শনৈর্গতা। মাধবং লক্ষ্মীকান্তমপীতি অহো তস্য দীনবিষয়কৃপাপারবশ্যং কিয়দ্বর্ণনীয়মিতি ভাবঃ ॥ জী° ৫ ॥

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** **আলেপ**—চন্দনাদি পঙ্ক **গন্ধ**—বহিঃসম্পর্কজাত চন্দনাদি নির্যাস। **সুধাসব**—সুধার মতো মধু। **উপসসার**—ধীরে ধীরে নীকটে গেলেন,—**মাধবং**—লক্ষ্মীর কান্ত হলেও—অহো দীনজন সম্বন্ধে কৃষ্ণের কৃপাপারবশ্য কতটা আর বর্ণনা করা যাবে, এর শেষ নেই, এরূপ ভাব ॥ জী° ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** গন্ধোঽগুরুধূপঃ প্রসাধিতঃ রতিযোগ্যতামাপাদিত আত্মা দেহো যয়া সা ॥ বি° ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** **গন্ধ**—অগুরু-ধূপ ইত্যাদি উপকরণে **প্রসাধিতাত্মা**—দেহকে রতির যোগ্যতাপ্রাপ্ত করানো হল, যার দ্বারা সেই কুব্জা ॥ বি° ৫ ॥

৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** নবসঙ্গমহ্রিয়া বিশঙ্কিতামিত্যনেন তস্যাঃ প্রাচীনতৎস্পর্শপ্রভাবেণ তস্যাস্তদেব শরীরং পরমদিব্যকুমারীভাবায় সম্পন্নমিত্যেতদ্ব্যঞ্জিতম্। কঙ্কণভূষিত ইতি তস্যাঃ সুকোমলাঙ্গীত্বাং কঙ্কণোপর্য্যেব প্রগৃহ্যেত্যর্থঃ। তাদৃশানুগ্রহে ভক্তিরেব হেতুরিত্যাহ—অনুলেপেতি, তৈর্ব্যাখ্যাতম্; যদ্বা, অনুলেপার্পণলক্ষণং পুণ্যং লান্তি আত্মসাৎকুর্ব্বন্তীত্যনুলেপনলাঃ তেষামীশয়া অনুলেপার্পক-ভক্তবর্গশ্রেষ্ঠয়েত্যর্থঃ। স্বয়ং ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে, তত্রাপি সাক্ষাৎ, তত্রাপি সময়বিশেষেঽনুলেপার্পণাৎ ॥ জী° ৬ ॥

৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** **নবসঙ্গমহ্রিয়া ইতি**—নবসঙ্গম লজ্জায় বিশঙ্কিতা, এই কথায় কুব্জার পূর্বকালীন কৃষ্ণস্পর্শ প্রভাবে-যে তার সেই শরীর পরম দিব্য কুমারীভাবে বিশিষ্ট হয়ে

সানঙ্গ-তপ্ত-কুচয়োরুরসস্তথাক্ষ্ণো-
র্জিঘ্রন্ত্যনন্তচরণেন রুজো মৃজন্তী।
দোর্ভ্যাং স্তনান্তরগতং পরিরভ্য কান্ত-
মানন্দমূর্তিমজহাদতিদীর্ঘতাপম্ ॥ ৭ ॥

৭। **অন্বয়ঃ** সা (সৈরীন্ধ্রী) অনন্ত-চরণেন অনঙ্গ-তপ্তকুচয়োঃ উরসঃ (বক্ষসঃ) তথা অক্ষ্ণোঃ (নেত্রয়োঃ) রুজঃ (কামপীড়াঃ) মৃজন্তী (অপসারয়ন্তী সতী) জিঘ্রন্তী (তচ্চরণ ঘ্রাণং কুর্বন্তী চ সতী) আনন্দমূর্তিং স্তনান্তর্গতং কান্তং দোর্ভ্যাং (বাহুভ্যাং) পরিরভ্য (আলিঙ্গ) অতি দীর্ঘ তাপং জহৌ (তত্যজ)।

৭। **মূলানুবাদ ঃ** সেই সৈরিন্ধ্রী কৃষ্ণচরণ স্পর্শে কামতপ্ত কুচদ্বয়ের, বক্ষের তথা নেত্রের কাম-পীড়া অপসারণ পূর্বক সেই চরণ-ঘ্রাণ নিলেন, তৎপর স্তন-মধ্যগত আনন্দমূর্তি কান্তকে দু বাহুতে আলিঙ্গন করত অতি দীর্ঘ তাপ দূর করলেন।

উঠেছিল, উহাই ব্যঞ্জিত হল। **কঙ্কণ ভূষিতে ইতি**—সে সুকোমল অঙ্গী হওয়া হেতু কঙ্কনোপরি ধরেই আদরে উপবেশন করালেন। তাদৃশ অনুগ্রহে কুব্জার ভক্তিই কারণ, এই আশয়ে **অনুলেপ ইতি**—[শ্রীধর—কৃষ্ণকে গন্ধ-অর্পণ ব্যতিরেকে কুব্জার অন্য কোনও সাধন নেই, এইটা দেখাবার জন্য 'পুণ্যলেশ' এরূপ উক্ত হল, পুণ্যের 'অল্পতা' বলবার জন্য নয় কিন্তু।]

অথবা, 'অনুলেপার্পণ+পুণ্যল'—অনুলেপ অর্পণ লক্ষণ পুণ্য 'ল' লাভি অর্থাৎ আত্মসাৎ করে যারা সেই তাদের মধ্যে অর্থাৎ **ঈষয়া**—অনুলেপ অর্পক ভক্তবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুব্জার সহিত কামকেলি করতে লাগলেন, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তারমধ্যেও সাক্ষাৎভাবে, তারমধ্যেও আবার সময় বিশেষে অনুলেপন অর্পণ হেতু ॥ জী০ ৬ ॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নবসঙ্গমেতি বিশঙ্কিতেতিপদাভ্যাং মন্দধিয়ঃ প্রতি তস্যা অনন্য-ভোগ্যত্বং জ্ঞাপিতম্। তত্র তস্যাঃ মহাসুন্দর্য্যা অপি কুব্জ এব রক্ষকঃ আসীদিতি ভাবঃ। অনুলেপার্পণ-লক্ষণস্তৎপ্রাপকঃ যস্যা পুণ্যলেশ ইতি। নতু সাধনসিদ্ধানাং ব্রজস্ত্রীণাং পুরস্ত্রীণামিব বা পুণ্যপুঞ্জ ইতি ভাবঃ ॥ বি০ ৬ ॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** 'নবসঙ্গম' ও 'ভয়' পদদ্বয় দ্বারা কুব্জা যে একমাত্র কৃষ্ণেরই ভোগ্য, তাই জানানো হল—এ বিষয়ে কুব্জা মহাসুন্দরী হলেও তার কুঁজই রক্ষক রূপে কাজ করত, এরূপ ভাব। গন্ধানুলেপন লক্ষণ পুণ্যলেশ কৃষ্ণপ্রাপক হল, সাধনসিদ্ধ ব্রজস্ত্রীদের বা পুরস্ত্রীদের মতো পুণ্যপুঞ্জ নয় কিন্তু ॥ বি০ ৬ ॥

সৈবং কৈবল্য-নাথং তৎ প্রাপ্য দুষ্প্রাপ্যমীশ্বরম্ ।
অঙ্গরাগার্পণেনাহো দুর্ভগেদমযাচত ॥ ৮ ॥

৮। **অন্বয়** ঃ অহো সা (সৈরিন্ধ্রী) দুর্ভাগা (পূর্বং কুব্জাত্ব-দাসীত্ব লক্ষণ দৌর্ভাগ্য যুক্তাপি) এবং (উক্ত প্রকারেণ) অঙ্গরাগার্পণেন (অঙ্গরাগার্পণ মাত্রেন) ঈশ্বরং (পরং স্বতন্ত্রং) দুষ্প্রাপম্ কৈবল্য-নাথং ('কৈবল্যং' একান্ত রতিং যো ভক্তিযোগং তস্য 'নাথং' তৎপ্রদান প্রভুং) তং (শ্রীকৃষ্ণ) প্রাপ্য ইদম্ (বক্ষ্যমান্ দুর্লভ পদং) অযাচত ।

৮। **মূলানুবাদ** ঃ অহো সৈরিন্ধ্রী পূর্বের কুব্জীত্ব ও দাসীত্ব লক্ষণে দৌর্ভাগ্যযুক্তা হয়েও কেবলমাত্র অঙ্গরাগ অর্পণের দ্বারাই পরমসতন্ত্র-দুষ্প্রাপ্য-একান্তরতি (ভক্তিযোগ) প্রদানে সমর্থ শ্রীকৃষ্ণকে নিজের ঘরে পেয়ে, পরবর্ত্তী শ্লোকের কথায় দুর্লভপদ প্রার্থনা করলেন ।

৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ অনঙ্গতপ্তেত্যস্য উরসাক্ষিভ্যামপ্যনুষঙ্গঃ, অনঙ্গতপ্তেতি অসমস্তত্বেঽপি সপ্লুতত্বাৎ ; অনন্তস্যাপরিচ্ছিন্নমাধুর্য্যাতয়া চ. তস্য তথা নাম্নশ্চরণেন স্বয়ং তেন বা তত্র তত্র নিহিতেন রুজঃ কামপীড়া মৃজন্তী অপাসারয়ন্তী। এতচ্চ রত্যান্তে জ্ঞেয়ং স্তনান্তরগতং স্তনরূপাবকাশং প্রাপ্তম্, 'অন্তরমবকাশাবধি' ইতি অমর-নানার্থাৎ। অতএবানন্দমূর্ত্তিং, তত্রাপি কান্তং মধুরভাববিশেষময়ম্ অতএবাত্যন্তদীর্ঘমপি তদপ্রাপ্তিতাপং সদ্যো জহৌ। ॥ জী০ ৭ ॥

৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ অনঙ্গ তপ্ত ইতি—সৈরিন্ধ্রী কামতপ্ত হওয়া হেতু কৃষ্ণের নয়ন ও বক্ষের সহিত তার যোগাযোগ হয়ে গেল—বক্ষাদি অসম হলেও কামাগ্নির তাপ হু হু করে বিস্তারিত হয়ে পড়া হেতু এবং অনন্ত কৃষ্ণের মাধুর্য অনন্ত হওয়া হেতু সেই সেই অঙ্গে স্থাপিত চরণের দ্বারা, বা স্বয়ং নিজের দ্বারা কামপীড়া নিরাময় হয়ে গেলে,—এই নিরাময়ও হল কামকেলির শেষে, এরূপ বুঝতে হবে। **স্তনান্তরংগতং** – দুই স্তনের মধ্য স্থানে আনন্দমূর্ত্তি কান্তকে পেয়ে বাহুযুগলে আলিঙ্গন করলেন। এতে অতি দীর্ঘ তাপের সদ্য নিরাময় হল। একে আনন্দ মূর্তি তার মধ্যেও আবার কান্তং — মধুর ভাব বিশেষময়, অতএব অত্যন্ত দীর্ঘ হলেও তার অপ্রাপ্তিজনিত তাপ সদ্য ত্যাগ করলেন ॥ জী০ ৭ ॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ কুচাদীনাং রুজো মৃজন্তী চরণং জিঘ্রন্তী চ ॥ বি০ ৭ ॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ চরণের স্পর্শে কুচযুগলের পীড়া দূর করলেন, আর চরণের আঘ্রাণ নিলেন ॥ বি০ ৭ ॥

৮। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকা** ঃ ঈশ্বরং পরমস্বতন্ত্রমতএব পরমদুষ্প্রাপং তথাপি অঙ্গ-রাগার্পণমাত্রেণ এবমুক্তপ্রকারেণ, তত্রাপি কেবলশুদ্ধভক্তেস্তস্য ভাবঃ কৈবল্যমেকান্তরিতঃ 'কৈবল্যসম্মত-পথস্তথ ভক্তিযোগঃ' (শ্রীভা ২।৩।১২) ইত্যত্র কৈবল্যমিত্যেব সম্মতঃ পন্থা যো ভক্তিযোগঃ' ইতি স্বামি-ব্যাখ্যানাৎ। 'যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি' ইত্যাদি-পঞ্চম-স্কন্ধপদ্যানুসারাচ্চ (১৯।১৮) তস্য নাথং তৎপ্রদানপ্রভুং তত্তয়া প্রাপ্য প্রকর্ষেণ লব্ধ্বা দুর্ভগা পূর্ব্বং কুব্জাত্ব-দাসীত্বলক্ষণদৌর্ভাগ্যক্তাপি, ন তু

সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ দিনানি কতিচিন্ময়া।
রমস্ব নোৎসহে ত্যক্তুং সঙ্গং তেঽম্বুরুহেক্ষণ ॥ ৯ ॥

৯। **অন্বয়** ঃ অম্বুরুহেক্ষণ (হে কমললোচন) প্রেষ্ঠ ইহ (মদ্‌গৃহে ময়া সহ উষ্যতাম্ (বাসঃ ক্রিয়তাং) কতিচিৎ দিনানি রমস্ব (বিহর) তে (তব) সঙ্গং ত্যক্তুম্ ন উৎসহে (ন প্রভবামি)।

৯। **মূলানুবাদ** ঃ সৈরিন্ধ্রী বললেন হে কমলনয়ন! হে প্রিয়তম! এই গৃহে তুমি আমার সহিত বাস কর এবং আমার সহিত বিহার কর। আমি তোমার সঙ্গ ছাড়তে পারছি না।

শ্রীগোপীবৎ স্বতঃ শ্রীবিজয়ী-তত্তদ্‌গুণযুক্তা ; অহো আশ্চর্য্যমিদং বক্ষ্যমাণং সুদুর্ল্লভং পদমযাচত। অস্যা দুর্ভগাবস্থস্থস্য প্রাচীনত্বেন নির্দ্দেশঃ, 'কিমনেন কৃতং পূর্ব্বমবধূতেন ভিক্ষুণা' (শ্রীভা০ ১০।৮০।২৫) ইত্যাদিবৎ ॥ জী০ ৮ ॥

৮। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ ঈশ্বরং—পরম স্বতন্ত্র, অতএব পরম দুষ্প্রাপ্য, তথাপি এবং—উক্ত প্রকারে কেবল মাত্র অঙ্গরাগ অর্পণের দ্বারা একান্ত রতি, প্রার্থনা করলেন। কৃষ্ণ আবার কৈবল্যনাথও। কৈবল্য—শুদ্ধা ভক্তির ভাব একান্ত রতি, এই অর্থ স্বামিপাদসম্মত। যথা—'কৈবল্য ইতি' (শ্রীভা০ ২।৩।১২) শ্লোকের স্বামিব্যাখ্যা এরূপ, যথা কৈবল্যই সম্মতপন্থা, যা ভক্তিযোগ। আরও (ভা০ ৮) শ্লোকের "যথা বর্ণবিধানমপবর্গশ্চাপি ভবতি' এখানে 'চ' কারে অপবর্গ শব্দে 'কৈবল্য দ্যোতিত'। কৈবল্য-নাথং প্রাপ্য—সেই কৈবল্যের 'নাথং'—কৈবল্য প্রদানে প্রভু (সমর্থ) যিনি, সেই কৃষ্ণকে প্রাপ্য—উত্তম রূপে লাভ করে দুর্ভগা—কুব্জীত্ব ও দাসীত্ব লক্ষণে দুর্ভাগ্য-যুক্তা হয়েও শ্রীগোপীবৎ স্বতঃ লক্ষ্মীবিজয়ী—সেই সেই গুণযুক্ত হয়ে যে, তা নয় ; 'অহো' ইহা আশ্চর্য যে আবার প্রার্থনাও করলেন সুদুর্ল্লভ বক্ষ্যমানপদ ॥ জী০ ৮ ॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ সা তং কৈবল্যেনৈব নাথং অযাচত কেবলয়া ময়ৈব সহ রমস্ব ন ত্বয়া কয়াচিদপি ইতি প্রার্থয়ামাসেত্যর্থঃ। তথাভূতবরস্য কৃষ্ণেনাপ্রদাস্যমানত্বাৎ দুর্ভগা ॥ বি০ ৮ ॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ সেই কুব্জা কৃষ্ণের কাছে কেবলমাত্র নাথত্বের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন অর্থাৎ কেবল আমার সহিতই কামকেলি কর, অন্য কোনই রমণীর সঙ্গে নয়। তথাভূত বর কৃষ্ণের অদেয় হওয়া হেতু কুব্জাকে দুর্ভগা বলা হল ॥ বি০ ৮ ॥

৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ তদেবাহ—সহেতি। আহোষ্যতামিতি পাঠঃ সর্ব্বত্র, স তু পুনরুক্তঃ, অযাচতেত্যুক্তত্বাৎ। যাচনমেব বিবৃণোতি—সহেতি। ইহ মদ্গৃহে ময়া সহোষ্যতাম্ ; ত্বয়া তত্র প্রয়োজনমাহ—রমস্বেতি। তত্রাপি ময়া সহেতি যোজ্যম্ নন্বু মমান্যত্র কৃত্যানি বহুতরাণি সন্তীতি চেৎ, তত্রাহ—নোৎসহে ইতি। অতস্ত্বং যত্র যাস্যসি, তত্রৈবাহং যায়াম্, অন্যথা প্রাণং ত্যক্ষ্যামীতি ভাবঃ। তৎ কুতঃ ? হে অম্বুরুহেক্ষণ পরমসৌন্দর্য্যাদি-গুণযুক্তত্বেনাকৃষ্ট-মদীয়সর্ব্বেন্দ্রিয়ত্বাদিতি ভাবঃ ॥ জী০ ৯ ॥

তস্যৈ কামবরং দত্ত্বা মানয়িত্বা চ মানদঃ।
সহোদ্ধবেন সর্বেশঃ স্বধামাগমদৃদ্ধিমৎ ॥ ১০ ॥

১০। **অন্বয়** ঃ মানদঃ সর্বেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) তস্যৈ (সৈরিন্ধ্র্যৈ) কামবরং দত্ত্বা মানয়িত্বা চ (তত্র তাং সম্মতাং কারয়িত্বা নিরন্তর রমণং তু ত্বদিষ্টং ন সম্ভবেৎ কিম্বদন্তী ভয়াদিতি চোক্ত্বা) গমৎ। উদ্ধবেন সহ ঋদ্ধিমৎ (সমৃদ্ধিশালী) স্বধামং (বসুদেবান্তর্গৃহম্) অগমৎ গতবান্।

১০। **মূলানুবাদ** ঃ মানদ সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থনাকারিণী সৈরিন্ধ্রীকে তার অভীষ্ট কামবর প্রদানপূর্বক তাকে নানা কথায় মানিয়ে সানিয়ে শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের সহিত সমৃদ্ধিশালী বসুদেবের অন্তগৃহে গমন করলেন।

৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ কি সেই প্রার্থনা, তাই এই শ্লোকে বলা হচ্ছে, যথা—'ইহ' আমার ঘরে **মন্না সহ উষ্যতাম্**—আমার সঙ্গে বাস কর। [অন্য একটি পাঠ 'আহোষ্যতামিতি' প্রার্থনা করলেন বাস কর। পূর্ব শ্লোকে 'অযাচত' (প্রার্থনা করলেন) পদটি থাকাতে এই পাঠটি পুনরুক্তি হওয়ায় ত্যক্ত।] কৃষ্ণের সহিত তার ঘরে বাস করার যে প্রয়োজন তাই বললেন, **রমস্ব ইতি**—কয়েক দিন আমার সহিত রতিক্রীড়ায় রত থাক। কৃষ্ণ যদি বলেন অন্যত্র আমার বহু কৃত্য আছে, এরই উত্তরে **নোৎসহে**—তোমার সঙ্গ ত্যাগ করতে পারছি না। অতএব তুমি যথায় যাবে সেখানেই আমাকে নিয়ে চল, অন্যথা প্রাণ ত্যাগ করব এরূপ ভাব। কেন? এরই উত্তরে, **হে প্রেষ্ঠ ইতি** প্রাণাদির তুমিই পরমাশ্রয়, এরূপ ভাব। এ কি করে হয়? এরই উত্তরে. **হে অম্বুরুহেক্ষণ**—হে কমললোচন। নয়ন পরমসৌন্দর্যাদি গুণযুক্ত হওয়া হেতু, আমার সকল ইন্দ্রিয় আকৃষ্ট হয়ে তোমার আশ্রয় নিয়েছে, এরূপ ভাব ॥ জী০ ৯ ॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ তত্রাপি কতিচিদ্দিনানি ইহান্তর্গৃহ এব উষ্যতাং ন তু বহির্নিষ্ক্রম্য তাম্। ভোজনপানাদি-ব্যবহারসিদ্ধিরেতদ্গৃহমধ্য এব সর্বা বর্তত ইতি ভাবঃ। "সহোষ্যতাম্" আহোষ্যতা"মিতি চাত্র পাঠদ্বয়ম্ ॥ বি০ ৯ ॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ দুর্ভগা হলেও কয়েকটা দিন আমার এই ঘরের অন্তরালেই বাসা কর। বাইরে মোটে যাবে না - পানভোজনাদি সবকিছু ব্যবহার সম্পন্ন হতে পারবে এই গৃহমধ্যেই, সবকিছুর ব্যবস্থা আছে, এরূপ ভাব। পাঠ দুপ্রকার—'সহোষ্যতাম্' 'আহোষ্যতাম্'। ॥ বি০ ৯ ॥

১০। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকা** ঃ কামঃ সহোষ্যতামিত্যাদিনা তথা প্রার্থিতঃ স্মরোপভোগঃ, স এব বরোঽভীষ্টার্থঃ, আগত্যাগত্য রংস্য ইতি তৎসঙ্কল্পাত্মকস্তমিতি শ্রীগোপীবৎ শুদ্ধপ্রেমবিশেষাভাবো দর্শিতঃ 'যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহম্' (শ্রীভা ১০ ৩১।১৯) ইত্যাদিরীত্যা তাসাং তদীয়সুখৈকভূস্বসুখদত্বাৎ, অস্যাস্তু স্বসুখমাত্রোদ্দেশাৎ, কিন্তু লক্ষ্মীসহস্রকোটীনামপ্যাবির্ভাবেন চ প্রভোঃ সৈরিন্ধ্র্যাঃ স্বীকৃতি', সেয়ং ব্যনক্তি স্ম পরাং কৃপাম্। তত্র চ তস্য স্বাভাবিককরুণৈব কারণমিত্যাহ—মানদ ইতি,

উদ্ধবেন সহিত ইতি। যথা তেন সহ গতস্তথা এবাগতঃ। তচ্চ লোকাচরিতমনুসৃত্য তস্য পরমধর্ম্মনিষ্ঠস্য সঙ্গেনাপলাপার্থমিব, বস্তুতস্তু পরমপ্রণয়েনেতি ভাবঃ। স্বনাম শ্রীবসুদেবান্তর্গৃহম ; তত্র তত্র চ তস্য লীলেচ্ছৈব কারণমিত্যাহ—সর্ব্বেশ ইতি। ঋদ্ধিমৎ সর্ব্ববিধপ্রিয়জন-তৎসেবোপকরণসম্পন্নমিতি তত্রাগমনযোগ্যতোক্তা। অত্রেয়ং মাথুরহরিবংশকথেতি শ্রূয়তে—পূর্ব্বজন্মনীয়ং রাজকন্যাসীৎ, তত্র নারদাৎ শ্রীভগবদ্‌গুণগানশ্রবণেন তস্মিন্ জাতানুরাগা বভূব। পশ্চাচ্চ শ্রীনারদং প্রতি তস্যা যোগ্যবরে রাজ্ঞা পৃষ্টে স উবাচ—তামেব কন্যাং পৃচ্ছামঃ, কোঽভিপ্রায়স্তস্যাঃ ? ইতি ততশ্চ পৃষ্টা সাপ্যুবাচ—যং ভবান্ সর্ব্বোত্তমত্বেন গায়তি, স এব মম বর ইতি। ততঃ শ্রীনারদেন তৎপ্রাপ্তাবসম্ভাবনায়াং দর্শিতায়ামপি জন্মকোটিভিরপি বরয়িষ্যামীতি তদ্বচনং শ্রুত্বা বিবাহস্য চ সা তৎপ্রাপ্তিসাধনমুপদিষ্টা চিরং তপস্তপ্তবতী, তদাকাশবাণী জাতা—জন্মান্তরে ভবতী কুব্জিকা সতী যৎস্পর্শেন সৌন্দর্য্যং লপ্স্যতে, সোঽহং তব পতিঃ স্যামিতি। ততশ্চ কংসমন্ত্রিবর বৈশ্যগৃহে সা তথৈব জাতা, কংসেন সা প্রার্থ্যনিজগন্ধযুক্তৌ নির্দিষ্টেতি। এবম্ 'অঙ্গরাগার্পণেনাহো' ইতি যথাধুনিকদৃষ্টমেবেতি জ্ঞেয়ম্ ; কল্পভেদকথা ত্বিয়মেবেতি বা ॥ জী০ ১০ ॥

১০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ কামবরং ইতি**—'কুব্জাকে 'কামবর' দিয়ে উদ্ধবের সহিত চলে গেলেন—৯ শ্লোকে 'আমার সহিত বাস কর' ইত্যাদি দ্বারা যে বিষয়ের প্রার্থনা করা হয়েছে তা হল 'কামঃ' স্মর-উপভোগ, ইহাই 'বর' অভিষ্ট প্রয়োজন,—এসে এসে রতি ক্রীড়া করবে, ইহাই সেই সঙ্কল্পাত্মক বর, এইরূপে এখানে শ্রীগোপীবৎ শুদ্ধ প্রেমবিশেষের অভাব দেখান হল—'রাসে গোপীবাক্য—তোমার অতি সুকুমার যে চরণকমল আমাদের কর্কশ স্তনমণ্ডলে ভয়ে ভয়ে ধীরে ধারণ করে থাকি ইত্যাদি'—(শ্রীভা০ ১০।৩১।১৯)। ইত্যাদি রীতিতে গোপীদের রাগাত্মিকা প্রেম শুধু কৃষ্ণসুখ তাৎপর্যময়ী অর্থাৎ কৃষ্ণ সুখেই গোপীদের সুখ-স্বসুখ আকাঙ্ক্ষার গন্ধমাত্র হীন। এই কুব্জার তো স্বসুখ মাত্র উদ্দেশ্য। মথুরায় লক্ষ্মীসহস্রকোটির প্রকাশ থাকা সত্ত্বেও-যে কুব্জাকে স্বীকার করলেন, ইহাতে কুব্জার প্রতি তাঁর পরমকৃপাই প্রকাশিত হল। আরও এখানে তার স্বাভাবিক করুণাই কারণ, এই আশয়ে—**মানদঃ**—সম্মান দান করাই যে তার স্বভাব। **উদ্ধবেন সহ ইতি**—আসার সময় যেমন উদ্ধবের সহিত এলেন, সেইরূপই যাওয়ার সময়ও উদ্ধবের সহিতই গেলেন। উদ্দেশ্য এখানে ইহাই, যথা—লোকাচার অনুসরণ করত পরমধর্মনিষ্ঠ উদ্ধবের সঙ্গে গেলে লোকের নিন্দাবাদ হবে না সৈরিন্ধ্রীর গৃহে যাওয়া হেতু। বস্তুতপক্ষে কারণ উদ্ধব পরমপ্রণয়ে বদ্ধ কৃষ্ণের সঙ্গে, এরূপ ভাব। **স্বধাম**—বসুদেবের অন্তর্গৃহ। আরও সেই সেই বিষয়ে সবকিছু হয়েছে তাঁর লীলা-ইচ্ছাতেই। এই আশয়ে বলা হল **সর্বেশ ইতি**—সর্বেশ্বর, সর্ব যাদবের পালক হওয়া হেতু। **ঋদ্ধিমৎ** সর্ববিধ প্রিয়জন ও কৃষ্ণসেবা উপকরণ সম্পন্ন সেই গৃহ, এরূপে তথায় তাঁর গমন-উপযুক্ততা উক্ত হল।

এ বিষয়ে এইরূপ মাথুরহরিবংশকথা শোনা যায়- পূর্বজন্মে কুব্জা রাজকন্যা ছিলেন। তথায় নারদের মুখ থেকে শ্রীভগবানের গুণগান শ্রবণে তাতে জাতানুরাগ হলেন। পরে এক সময় রাজা নারদের কাছে তার কন্যার যোগ্যবরের কথা জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন আপনার কন্যাকেই জিজ্ঞাসা

দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণং সর্বেশ্বরেশ্বরম্,
যো বৃণীতে মনোগ্রাহ্যমসত্ত্বাৎ কুমনীষ্যসৌ ॥ ১১ ॥

১১। **অন্বয়ঃ** যঃ (জনঃ) দুরারাধ্যং সর্বেশ্বরেশ্বরং (ব্রহ্মা দীনামপি ঈশ্বরং অধিপতিং) বিষ্ণুং সমারাধ্য (সম্যক্ আরাধ্য) মনোগ্রাহ্যং (বিষয় সুখং) বৃণীতে (প্রার্থয়তি) অসত্ত্বাৎ (তস্য ফলস্য তুচ্ছত্বাৎ) অসৌ (জনঃ) কুমনীষী।

১১। **মূলানুবাদঃ** প্রসঙ্গক্রমে প্রেয়সীভাবে ভজনকারী জনদের শিক্ষা দিচ্ছেন- কৃষ্ণ ভজন করে যে জন ইন্দ্রিয় সুখ প্রার্থনা করে সে কুমনীষী, উহার ফল তুচ্ছ হয়য়া হেতু।

[কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয় সুখেই সর্বতোভাবে দৃষ্টি লক্ষণে যদি আনুসঙ্গিকভাবে, নিজেন্দ্রিয়-সুখ আসে, তবে তা দোষের হয় না,—ভক্তিমাত্রৈক-কামিতায়ই সংসারধ্বংসবৎ।]

করা যাক্—ওহে তোমার অভিপ্রায় কি? এর উত্তরে কন্যা বলল, যে ভাগবান্‌কে সর্বোত্তম বলে গান করেন আপনি, সেই আমার বর। অতঃপর শ্রীনারদের দ্বারা তৎপ্রাপ্তি বিষয়ে অসম্ভাবনা দর্শান হলেও সেই কন্যা বললেন যদি এক জন্মে না হয় জন্মকোটির তপস্যায় তাকে বরণ করব। তার এই বচন শুনে নারদ তাকে উপদেশ করলেন, বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপনই হচ্ছে তার প্রাপ্তির উপায়। নারদবাক্য অনুসারে সেই কন্যাও বহু কাল তপস্যা করলেন। তখন আকাশবাণী হল—'তুমি জন্মান্তরে কুঁজীরূপে জাত হলে যার স্পর্শে সৌন্দর্য লাভ করবে, সেই আমি তোমার পতি হব।' অনন্তর রাজকন্যা এই বর্তমান জন্মে কংসের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী বৈশ্যের ঘরে কুঁজী রূপে জাত হলেন। কংস মন্ত্রীর কাছে প্রার্থনা করে কুঁজীকে নিয়ে নিজের গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত-কাজে লাগিয়ে দিলেন। এই কাজের সূত্রে কৃষ্ণাঙ্গে অঙ্গরাগ অর্পণের দ্বারা অহো তিনি কৃষ্ণকৃপা লাভ করলেন ॥ জী০ ১০ ॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ কামবরং দত্ত্বেতি মৎকর্তৃকপুর্ণসম্ভোগ এব তবাভিপ্রেতঃ, স চ মমান্যস্ত্রীসত্ত্বেঽপি তে সেৎস্যতীতি প্রতিশ্রুত্যেত্যর্থঃ। মানয়িত্বা তত্র তাং সম্মতাং কারয়িত্বা নিরন্তর-রমণং তু ত্বদিষ্টং ন সম্ভবেৎ কিম্বদন্তীভয়াদিতি চোক্তাগমৎ। গমনাগমনয়োরুদ্ধবসাহিত্যং লোকবিতর্কাভাবায় তস্য মহাশিষ্টশিরোমণিত্বেন সর্বত্র খ্যাতত্বাৎ কুব্জেয়ং ভূশক্তির্বিভূতির্জ্ঞেয়া পূর্বব্যাখ্যানাৎ ॥ বি০ ১০ ॥

১০। **বিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কামবরং দত্ত্বা ইতি**- মৎকর্তৃক পুর্ণ সম্ভোগই তো তোমার অভিলাষ, সেও হবে, তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম, আমার অন্য স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তবে **মানয়িত্বা**- তথায় অন্য স্ত্রীদের সম্মতি নিয়ে এসে, তোমার প্রার্থিত 'নিরন্তর' রমণ কিন্তু সম্ভব হবে না লোক-কানাকানি ভয় হেতু, এই সব বলে তাকে মানিয়ে সানিয়ে তবেই চলে গেলেন কৃষ্ণ। **সহোদ্ধবে**—লোকবিতর্ক যাতে না হয় সেই জন্য উদ্ধবসঙ্গে গমনাগমন, মহাশিষ্ট উদ্ধবের সর্বত্র প্রসিদ্ধি থাকা হেতু। এই সৈরীক্রীকে ভূশক্তির বিভূতি বলে জানতে হবে পূর্ব ব্যাখ্যা থেকে ॥ বি০ ১০ ॥

১১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** তদেবং তৎকথাং সমাপ্য তস্যা লৌকিককামিনীবৎ প্রতীয়মানত্বেঽপি নিন্দাং নিরাকুর্ব্বন প্রশংসামেব ব্যনক্তি—দুরারাধ্যমিতি। বিষ্ণুং সর্ব্বব্যাপকং পরিপূর্ণ স্বয়ংভগবন্তমিত্যর্থঃ, অতঃ সর্ব্বেষামীশ্বরাণাং মহৎ-স্রষ্ট্রাদি-পুরুষাণামপীশ্বরমাবির্ভাবাদিহেতুম। 'সর্ব্বরেশ্বরম' ইতি পাঠে সর্ব্বেষাং বরণীয়ানামর্থানাং মুক্তিভক্তিপর্য্যন্তানামীশ্বরং প্রদানসমর্থমতএব দুরারাধ্যম। তাদৃশমপি সম্যগারাধ্য যো মনোগ্রাহ্যং বস্তু বৃণীতে, স্বপ্রীতিজনকত্বেন প্রার্থয়তে, অসাবেব জনঃ কুমনীষী কুৎসিতবুদ্ধিঃ। তত্র হেতুঃ, অসত্ত্বাৎ অতিতুচ্ছানিত্যানর্থকার্য্যর্থবরণাৎ। এষা তু বাঙ্মনসাগোচরানন্দমূর্ত্তিঃ শ্রীভগবন্তমেব তাদৃশত্বেন প্রার্থিথবতীতি পরমসুবুদ্ধিরেবেত্যর্থঃ। যথৈব প্রার্থিতং শ্রীপ্রহ্লাদেন 'যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু।' ইতি বিষ্ণুপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদ প্রার্থনমপি তথৈবেতি ভাবঃ ॥ জী০ ১১ ॥

১১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে কুব্জার জন্মকথা শেষ করবার পর তার লৌকিক কামিনীবৎ প্রতীয়মানতায় যে নিন্দা তা দূর করবার জন্য প্রশংসাই প্রকাশ করা হচ্ছে, 'দুরারাধ্যতামিতি' শ্লোকে। বিষ্ণুং—সর্বব্যাপক পরিপূর্ণ-স্বয়ং ভগবান্। অতএব **সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্**—সকল ঈশ্বরগণের, মহৎস্রষ্টাদি পুরুষদেরও 'ঈশ্বর' অর্থাৎ আবির্ভাবাদির হেতু। 'সর্শবরেশ্বরম্' পাঠে অর্থ—মুক্তিভক্তি পর্যন্ত সকল বরণীয় অর্থ সকলের 'ঈশ্বরম্' অর্থাৎ প্রদান সমর্থ, অতএব **দুরারাধ্যম্**—ভক্তি ব্যতিত অন্য উপায়ে দুঃসাধ্য। **সম্যারাধ্য**—সম্যকরূপে আরাধনা করে যে ব্যক্তি মনোগ্রাহ্য বস্তু 'বৃণীতে' স্বপ্রীতিজনক বলে প্রার্থনা করে সেই ব্যক্তি কুমনীষী কুৎসিত বুদ্ধি। তথায় হেতু **অসত্ত্বাৎ**—অতি তুচ্ছ, অনিত্য, অনর্থকারী বস্তু প্রার্থনা। এই কুব্জাতো বাক্য-মনের অগোচর আনন্দমূর্ত্তি শ্রীভগবানের কাছেই তাদৃশ প্রার্থনা করেছেন, যাদৃশ শ্রীপ্রহ্লাদের দ্বারা প্রার্থিত হয়েছিলেন শ্রীনৃসিহদেব ভগবান্, তাই কুব্জা পরম সুবুদ্ধি। সেই প্রার্থনা এরূপ, যথা—অবিবেকী ব্যক্তির যেরূপ বিষয়ে নিশ্চলা প্রীতি সেইরূপ প্রীতি তোমাকে নিরন্তর স্মরণ করতে থাকা আমার হৃদয় থেকে দূর না হোক।"—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদের প্রার্থনা ॥ জী০ ১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** প্রসঙ্গাৎ প্রেয়সীভাবেন ভজতো জনান্ শিক্ষয়তি,—দুরারাধ্যমিতি। মনোগ্রাহ্যং স্বেন্দ্রিয়সুখং তেন কৃষ্ণেন্দ্রিয়সুখ এব সর্বথা দৃষ্ট্যা যদ্যানুষঙ্গিকং স্বেন্দ্রিয়সুখং স্যাত্তদা ন দোষঃ। ভক্তিমাত্রৈককামিত্বেঽপি সংসারধ্বংসবদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ বি০ ১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** প্রসঙ্গক্রমে প্রেয়সীভাবে ভজনকারীজনদের শিক্ষা দিচ্ছেন। **মনোগ্রাহ্য ইতি** - কৃষ্ণ-আরাধনা করে যে জন ইন্দ্রিয় সুখ প্রার্থনা করে সে কুমনীষী। কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয় সুখেই সর্বতোভাবে দৃষ্টি হেতু যদি আনুসঙ্গিক ভাবে স্বসুখ আসে, তবে তা দোষের হয় না। ভক্তিমাত্রৈককামিতাতেই সংসার ধ্বংসবৎ ॥ বি০ ১১ ॥

অক্রূর-ভবনং কৃষ্ণঃ সহরামোদ্ধবঃ প্রভুঃ।
কিঞ্চিচ্চিকীর্ষয়ন্ প্রাগাদক্রূর-প্রিয়কাম্যয়া ॥ ১২ ॥

স তান্ নরবর শ্রেষ্ঠানারাদ্বীক্ষ্য স্ব-বান্ধবান্।
প্রত্যুত্থায় প্রমুদিতঃ পরিষ্বজ্যাভিনন্দ্য চ ॥ ১৩ ॥

ননাম কৃষ্ণং রামঞ্চ স তৈরপ্যভিবাদিতঃ।
পূজয়ামাস বিধিবৎ কৃতাসনপরিগ্রহান্ ॥ ১৪ ॥

১২। **অন্বয়** ঃ সহরামোদ্ধবঃ প্রভুঃ কৃষ্ণঃ অক্রূরপ্রিয়-কাম্যয়া কিঞ্চিৎ চিকীর্ষয়ন্ (কারয়িতু-মিচ্ছন্) অক্রূর তবনং প্রাগাৎ (গতবান্)।

১২। **মূলানুবাদ** ঃ অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের প্রীতি সাধনার্থে তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ কার্য করিয়ে নেওয়ার ইচ্ছায় বলদেব ও উদ্ধবের সহিত অক্রূরের গৃহে গমন করলেন।

১৩-১৪। **অন্বয়** ঃ স (অক্রূরঃ) সবান্ধবান্ তান্ নববরশ্রেষ্ঠান্ আরাৎ (দূরতঃ এব) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) প্রমুদিতঃ (হৃষ্টসন্) প্রত্যুত্থায় পরিষজ্য (আলিঙ্গ্য) অভিনন্দ্য চ কৃষ্ণং রামং চ ননাম [ততঃ] সঃ (অক্রূরঃ) অপি তৈঃ (কৃষ্ণাদিভিঃ) অভিবাদিতঃ কৃতাসনপরিগ্রহান্ (কৃতঃ আসন পরিগ্রহ যৈঃ তান্) বিধিবৎ (যথাবিধি) পূজয়ামাস।

১৩-১৪। **মূলানুবাদ** ঃ তদীয় পাণ্ডবদের প্রতি কৃষ্ণের চরিত্রের সৌহৃদাংশ প্রকাশ করেই অক্রূর-ভবনে যাওয়া হেতু প্রথমতঃ অক্রূরেরও তাদৃশ ভাব জাত হল, উহাই বলা হচ্ছে, যথা—

শ্রীঅক্রূর নরবর শ্রেষ্ঠ স্ব-বান্ধব শ্রীরামকৃষ্ণ ও উদ্ধবকে দূর থেকে দেখে এগিয়ে গিয়ে তাঁদিকে আলিঙ্গনপূর্বক অভিনন্দন জানালেন।

পশ্চাৎ-অতিথি-সৎকার সাধনে ভক্তি-অংশ-অবলম্বিত স্বভাবোদয়ে ঐশ্বর্যস্ফূর্তি হলে সেই ক্রমানু-সারে কৃষ্ণ-রামকে প্রণাম করলেন, আর উদ্ধবকে বন্ধু-উচিত সম্মান দেখালেন। পরে কৃষ্ণাদি কর্তৃক অভিবাদিত হওয়ত অক্রূর মহাশয় আসনোপবিষ্ট তাঁদিকে যথাবিধি পূজা করলেন।

১২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ শ্রীসৈরিন্ধ্র্যা ইবাক্রূরায়াপি দত্তং বরং সম্পাদয়ংস্তদগৃহং গত ইত্যেতদংশেন প্রসঙ্গসাজাত্যাল্লীলাক্রমাচ্চাহ - অক্রূরেতি। রামোদ্ধবাভ্যাং সহিত ইতি, আর্য্যসমন্বিত ইতি ভগবতা পূর্ব্বং তথাঙ্গীকারাৎ, তথাগ্রজং বিনা স্বাতন্ত্র্যেণ তাদৃশকার্য্যবিধানানৌচিত্যাচ্চ। রা'ম-সাহিত্যমুদ্ধবসাহিত্যঞ্চ সর্ব্বত্রৈব তস্য তদনুগত্বাৎ কার্য্যবিশেষনির্দ্ধারণার্থং মন্ত্রিবরসাপেক্ষত্বাচ্চ ॥ জী০ ১২ ॥

১২। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ শ্রীকুব্জার মতোই অক্রূরকেও যে বর দেওয়া হয়েছিল তা সম্পাদনের জন্য তার গৃহে গেলেন,—এই অংশে প্রসঙ্গ সাজাত্য ও লীলাক্রম হেতু বলা হচ্ছে—'অক্রূর-ভবনং' ইত্যাদি ১২ শ্লোক। **সহরামোদ্ধব**—বলরাম ও উদ্ধবের সহিত অক্রূর ভবনে গেলেন, পূর্বে

অক্রূরের কাছে আর্ষসমন্বিত হয়ে যাওয়ার কথাই অঙ্গীকার করা হেতু, তথা অগ্রজ বিনা সাতন্ত্র্যভাবে তাদৃশ কার্য-বিধান উচিত না হওয়া হেতু। বলরামের সাহিত্য ও উদ্ধবের সাহিত্য, একই সঙ্গে উভয়ের সাহিত্যের কারণ ছোট ভাইয়ের রক্ষী হিসাবে অনুগামী হয়ে চলাই বলরামের নিয়ম যশোমার আদেশে, আর কার্যবিশেষ নির্দ্ধারণের পরমর্শের জন্য মন্ত্রিবর উদ্ধবের সাপেক্ষতা ॥ জী॰ ১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অক্রূর-প্রিয়কাম্যয়ৈব কিঞ্চিচ্চিকীর্ষয়ন্ দাসস্য স্ববিষয়কপ্রভুনিদেশস্যৈব প্রিয়ত্বমননাৎ ॥ বি॰ ১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অক্রূর-প্রিয়কাম্যয়া**—অক্রূরের প্রিয় কামনা করেই তাকে দিয়ে কিঞ্চিৎ চিকির্ষয়ন্—করিয়ে নেওয়ার ইচ্ছায়—কারণ দাস প্রিয়মাননা করে স্ববিষয়ক প্রভু-আদেশই ॥ বি॰ ১২ ॥

১৩-১৪। **শ্রীজীব॰ বৈ॰ তো॰ টীকা ঃ** শ্রীকৃষ্ণস্য তদীয়ং পাণ্ডবীয়ঞ্চ সৌহৃদাংশং প্রকাশ্যৈব তত্র গতত্বাৎ প্রথমতোঽক্রূরস্যাপি তাদৃশো ভাবো জাত ইত্যাহ—স ইতি, নরবরেষু শ্রেষ্ঠান্। আরাত্তদর্থং প্রায়শ্চন্দ্রশালিকাদ্যুপবিশ্য স্থাপয়িত্বা দূরাদেব স্বয়ং বিলোক্য প্রমুদিতঃ সন্ প্রত্যুত্থায় প্রত্যুদ্গম্য চেতি জ্ঞেয়ম্। ততঃ পরিষজ্য শুভাশংসনাদিনাভ্যনন্দং। অভিনন্দ্য চেতি পাঠে যুগ্মকম্।

পশ্চাদাতিথ্যকরণে ভক্ত্যংশমবলম্ব্য স্বভাবোদয়েনৈশ্বর্য্যস্ফূর্ত্তিস্তদনুক্রমেণৈব কৃষ্ণং রামঞ্চ ননামেত্যন্বয়ঃ। উদ্ধবন্তু 'বৈষ্ণবে বন্ধুসংকৃত্যা' (শ্রীভা ১১।১১।১৪) ইত্যনেন বন্ধুচিতমেব সচ্চকারেতি জ্ঞেয়ম্। তত্রাপি পূর্ব্বযুক্ত্যা তৈঃ শ্রীকৃষ্ণাদিভিরভিনন্দিত এব। অভিবাদিত ইতি পাঠান্তরম্

॥ জী॰ ১৩-১৪ ॥

১৩-১৪। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ** শ্রীকৃষ্ণে তদীয় পাণ্ডবীয় সৌহৃদাংশ প্রকাশ করেই অক্রূর ভবনে যাওয়া হেতু প্রথম থেকেই অক্রূরেরও তাদৃশ ভাব জাত হল, তাই বলা হচ্ছে, 'স তান্ ইতি'—সেই ভাবে ভাবিত হয়ে অক্রূর কৃষ্ণকে নরবর-শ্রেষ্ঠ রূপে দেখলেন। **আরাৎ**—দূর থেকে দর্শনের জন্য প্রায়ই চন্দ্রশালিকাদিতে বসেন, তাই দূর থেকে দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে অভিবাদনের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করে আনার জন্য স্বয়ং নিকটে গেলেন, এরূপ বুঝতে হবে। অতঃপর **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করত শুভেচ্ছাদি দ্বারা অভিনন্দন জানালেন।

পরে অতিথিসেবা সাধনে ভক্তি-অংশ অবলম্বিত স্বভাব উদয়ে ঐশ্বর্য স্ফূর্তি হলে সেই অনুক্রমে কৃষ্ণ ও রামকে প্রণাম করলেন। উদ্ধবকেও "বৈষ্ণব বুদ্ধিতে স্বীয় বন্ধুর মতো আসক্তিপূর্বক সম্মানের সহিত"—(শ্রীভা॰ ১১।১১।৪৪) এ শ্লোকানুসারে বন্ধু উচিতই সম্মান দেখালেন, এরূপ বুঝতে হবে। কৃষ্ণাদি কর্তৃক অভিবাদিত হওয়ত অক্রূর মহাশয় আসনে উপবিষ্ট তাদিগকে যথাবিধি পূজা করলেন।

॥ জী॰ ১৩-১৪ ॥

পাদাবনেজনীরাপো ধারয়ন্ শিরসা নৃপ।
অর্হণেনাম্বরৈর্দ্দিব্যৈর্গন্ধস্রগ্ভূষণোত্তমৈঃ॥
অর্চ্চিত্বা শিরসানম্য পাদাবঙ্কগতৌ মৃজন্।
প্রশ্রয়াবনতোঽক্রূরঃ কৃষ্ণ-রামাবভাষত॥ ১৫-১৬॥

১৫-১৬। অন্বয়ঃ [হে] নৃপ! পাদাবনেজনীঃ (তয়ো পাদপদ্ম-প্রক্ষালনীঃ) আপঃ [আ+অপঃ] অপঃ (জলানি) শিরসা আ (সর্বতঃ) ধারয়ন্ অর্হণেন (অর্হণ দ্রব্যেন) দিব্যৈঃ অম্বরৈঃ (বসনৈঃ) গন্ধস্রগ্-ভূষণোত্তমৈঃ অর্চ্চিত্বা শিরসা আনম্য অঙ্কগতৌ (স্বীয় ক্রোড়ে ধৃতৌ পাদৌ মৃজন্ (মর্দয়ন্) প্রশ্রয়াবনতঃ (বিনয়নম্র সন্) অক্রূরঃ কৃষ্ণরামৌ অভাষত।

১৫-১৬। মূলানুবাদঃ হে নৃপ! শ্রীঅক্রূরঃ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের চরণ-প্রক্ষালন জল ভক্তি সহকারে মস্তকে ধারণ পূর্বক দিব্য বসন-গন্ধ মালা-উত্তম ভূষণরূপ পূজোপকরণে পূজা করত অবনত মস্তকে প্রণাম করে স্বীয় ক্রোড়দেশে স্থাপিত কৃষ্ণরামের চরণ এক এক করে সম্বাহন করতে করতে বিনয়াবনত হয়ে তাঁদিকে বলতে লাগলেন।—

১৫-১৬। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ পাদেতি যুগ্মকম্। পাদৌ অবনিজ্যেতে অবনিক্তে যাভিস্তাঃ। ধারয়ন্নিতি সামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্বা। অর্হণেন চতুর্বিধান্নতাম্বুলপর্য্যন্তেনার্হণদ্রব্যেণ তদনন্তরং পূর্ব্বতোঽপ্যপূর্ব্বাম্বরাদিভিশ্চার্চ্চয়িত্বা শিরসানম্য পাদসম্বাহনারম্ভে 'ভক্ত্যা তৌ শিরসা স্পৃষ্ট্বা পাদৌ' ইতি শ্রীকৃষ্ণরাময়োঃ সহ বিশ্রান্তয়োরেকমেকমিত্যর্থঃ, তথাভিপ্রেত্যৈব শ্রীকৃষ্ণেন তথা বিশ্রান্তত্বাৎ। মৃজন্ সম্বাহয়ন্নিত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণরামাবুত্তানশায়িনৌ॥ জী০ ১৫-১৬॥

১৫-১৬। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ পাদেতি যুগল শ্লোক। পাদৌ প্রক্ষালন জল সর্বতোভাবে মস্তকে ধারণ করত অর্হণেন—চতুর্বিধ অন্ন থেকে তাম্বুল পর্যন্ত পূজা-উপকরণ, তারপর পূর্বের থেকেও অপূর্ব বসন-ভূষণাদি দ্বারা পূজা করত পায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন, বিগতশ্রম কৃষ্ণ রামের পাদসম্বাহন আরম্ভে। কৃষ্ণরাম একই সঙ্গে বিশ্রাম লাভ করলেও এক এক করে পাদসম্বাহন করলেন—তথা অভিপ্রায়েই কৃষ্ণ সেই ভাবেই স্বভক্তের প্রীতির জন্য পাদপ্রসারণ করলেন। মৃজন্-সম্বাহন করলেন উত্তানশায়ী কৃষ্ণরামকে॥ ১৫-১৬॥

১৫-১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ আ সর্বতঃ অপঃ শিরসা শিরসি ধারয়ন্। মৃজন্—হস্তাভ্যাং মৃদুমর্দনেন সম্বাহয়ন্॥ বি০ ১৫-১৬॥

১৫-১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পাদাবনেজনীরাপো—[পাদৌ+অবনিজ্যেতে-প্রক্ষ্যালেতে যাভিঃ তাঃ)+'আপঃ'—আ=সর্বতঃ+অপঃ=জলানি] কৃষ্ণরামের পা ধোয়া জল অক্রূর মস্তকে ধারণ করলেন।

মৃজন্—স্বীয় ক্রোড়দেশে স্থাপিত রামকৃষ্ণের চরণদ্বয় মৃদুমর্দনে সম্বাহন করলেন॥ বি০ ১৫-১৬॥

দিষ্ট্যা পাপো হতঃ কংসঃ সানুগো বামিদং কুলম্।
ভবদ্ভ্যামুদ্ধৃতং কুচ্ছ্রাদ্দুরন্তাচ্চ সমেধিতম্ ॥ ১৭ ॥
যুবাং প্রধানপুরুষৌ জগদ্ধেতূ জগন্ময়ৌ।
ভবদ্ভ্যাং ন বিনা কিঞ্চিৎ পরমস্তি ন চাপরম্ ॥ ১৮ ॥

১৭-১৮। **অন্বয়ঃ** দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) সানুগঃ পাপঃ কংসঃ হতঃ [অভূৎ] বাং (যুবয়োঃ) ইদং কুলং ভবদ্ভ্যাং দুরন্তাৎ (অপারাৎ) কৃচ্ছ্রাৎ (কষ্টাৎ) উদ্ধৃতং (রক্ষিতং) সমেধিতং চ (সমৃদ্ধিং প্রাপিতঞ্চেৎত্যর্থঃ)

যুবাং প্রধান-পুরুষৌ (প্রধানং পুরুষশ্চ) [পুরুষত্বাৎ] জগদ্ধেতু, [প্রধানত্বাৎ] জগন্ময়ৌ ভবদ্ভ্যাং বিনা পরং (কারণম্) অপরং চ [কার্য্যঞ্চ] কিঞ্চিৎ [বস্তু] ন অস্তি।

১৭-১৮। **মূলানুবাদঃ** পাপাত্মা কংস অনুচরদের সহিত নিহত হয়েছে, এ পরমানন্দের বিষয়। আপনাদের এই কুল আপনাদের দ্বারা অপার দুঃখসাগর থেকে উদ্ধৃত ও বিচিত্র ধনজনবৈভবে সমৃদ্ধিমান হয়েছে।

এই কুলের কথামাত্রই বলবার কি আছে, এই জগতও আপনাদের দুজনের, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

আপনারা দুজন বহিরঙ্গা শক্তি ও অন্তরঙ্গা শক্তিদ্বারা প্রধান ও পুরুষ হয়ে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হয়ে থাকেন। অতএব এই অংশদ্বয়ের দ্বারাই জগৎ-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়ে স্থিত রয়েছেন। অতএব আপনাদের ব্যতিরেকে জগতের অপর কারণ-কার্য কিছুই নেই।

১৭-১৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** সম্যগেধিতঞ্চ বিচিত্রবৈভবৈঃ বাং যুষ্মদীয়মিতি তদ্যুক্তমেবেত্যর্থঃ।

ইদং কুলং বা কিমুচ্যতে, জগদপি যুষ্মদীয়মেবেত্যাহ—যুবামিতি। একস্যাপীশ্বরস্য দ্বিধাবির্ভাবাদ্দ্বিত্বেন নির্দ্দেশঃ বহিরন্তরঙ্গশক্তিভ্যাং প্রধানপুরুষৌ সন্তৌ জগদ্ধেতু-জগদুপাদাননিমিত্তকারণে, অতএব তাভ্যামেবাংশাভ্যাং জগন্ময়ৌ তত্তাদাত্ম্যেনাপি স্থিতাবিত্যর্থঃ। তথা চৈকাদশে (২৪।২-৩)—'আসীজ্-জ্ঞানমথো হ্যর্থ একমেবাবিকল্পিতম্', 'তন্মায়াফলরূপেণ দ্বিধা সমভবদ্বৃহৎ' ইত্যাদি। অতো ভবদ্ভ্যাং বিনা ভূতং ভিন্নং কারণং কার্য্যঞ্চ কিঞ্চিনাস্তি ইতি জগদেব যুবাভ্যামুদ্ধার্য্যং সমেধ্যং চেতি ভাবঃ ॥ জী০ ১৭-১৮ ॥

১৭-১৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** সমেধিতম্—আপনাদের কুল বিচিত্র বৈভবের দ্বারা সম্যক্ রূপে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়েছে। ইহা যুক্তিযুক্তই।

এই কুলের কথাই বা বলবার কি আছে, এই জগতও আপনাদের দুভাইয়েরই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—যুবামিতি। ঈশ্বর এক হলেও তাঁর দুই রূপে আবির্ভাব হেতু দ্বিবচনে নির্দেশ। আপনারা দুজনে বহিরঙ্গাশক্তি ও অন্তরঙ্গাশক্তি দ্বারা প্রধান পুরুষ হয়ে জগৎহেতু—জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ

আত্মসৃষ্টমিদং বিশ্বমন্বাবিশ্য স্ব-শক্তিভিঃ।
ঈয়তে বহুধা ব্রহ্মন্ শ্রুত-প্রত্যক্ষগোচরম্ ॥ ১৯ ॥

১৯। অন্বয়ঃ [হে] ব্রহ্মন্। স্বশক্তিভিঃ আত্মসৃষ্টং ইদং বিশ্ব অন্বাবিশ্য (কারণত্বাৎ অননুপ্রবিষ্টোঽপি অনুপ্রবিশ্য ইব স্থিতঃ) [ভবান্] শ্রুত-প্রত্যক্ষগোচরং [যথা ভবতি তথা] বহুধা ঈয়তে (প্রতীয়তে)।

১৯। মূলানুবাদঃ একই ভগবান্ জগৎরূপে নানাবিধ হন, ইহাই উক্ত হচ্ছে, যথা—

হে ব্রহ্মন্! আপনি নিজ রজ-আদি শক্তিদ্বারা স্বকার্য এই বিশ্বে প্রবেশ করত অবস্থিত। আপনাকে দেবগন্ধর্বাদি ও মনুষ্য-গবাদি বহু রূপে অবগত হওয়া যায়, যেহেতু এই বিশ্ব শ্রবণ দর্শন-বিষয়ীভূত।

হয়ে থাকেন, অতএব এই অংশদ্বয়ের দ্বারাই **জগন্ময়ৌ**— জগন্ময় অর্থাৎ জগৎ-তাদাত্ম প্রাপ্ত হয়ে স্থিত রয়েছেন।—এরূপই একাদশে দেখা যায়—"যুগারম্ভে সমগ্রজ্ঞান ও নিখিল জ্ঞেয় বিষয় নির্বিকল্প একরূপে দেখা যায়।"—"সেই বৃহৎব্রহ্ম বাক্যমনের অগোচর, মায়া বহিরঙ্গা শক্তি দৃশ্য ফল ও ফলভোক্তৃ স্বীয় চিৎকণ তটস্থা শক্তিরূপে দ্বিবিধ হলেন, তাই বিশেষভাবে বলা হচ্ছে "নির্বিকল্পিতং ইত্যাদি।"—শ্রীভা॰ ১১।২৪।২-৩)। অতএব **ভবদ্ভ্যাং বিনা**—আপনাদের ছাড়া অপর কারণ-কার্য কিছুই নেই। তাই আপনারাই জগৎ-উদ্ধারণ কর্তা, আপনারাই জগৎকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলার যোগ্য ॥ জী॰ ১৭ ১৮ ॥

১৭-১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ইদং কুলং বামিতি কিমুচ্যতে জগদপি যুষ্মদীয়মিত্যাহ,—যুবামিতি। একাস্যাপীশ্বরস্য দ্বিধাবির্ভাবাদ্ দ্বিত্বেন নির্দেশঃ। তেন ত্বমেব প্রধানং ত্বমেব পুরুষ ইত্যর্থঃ জগদ্ধেতু জগন্ময়াবিতি ত্বমেব কারণং ত্বমেব কার্য্যমিত্যর্থঃ। এতদেব ব্যতিরেকেণাহ, - ভবদ্ভ্যামিতি পরং কারণমপরং কার্যম্ ॥ বি॰ ১৭-১৮ ॥

১৭-১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ এই কুল যে আপনাদের দ্বারা রক্ষিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়েছে, এতে আর বলবার কি আছে, এ জগত তো আপনাদেরই, এই আশয়ে—যুবাং ইতি। একই ঈশ্বরের দ্বিধা আবির্ভাব হেতু দ্বিত্বভাবে নির্দেশ। তাই আপনিই প্রধান ও আপনিই পুরুষ। 'জগদ্ধেতো জগন্ময়ৌ'—আপনিই কারণ, আপনিই কার্য। ইহাই ব্যাতিরেক মুখে বলা হচ্ছে, ভবদ্ভ্যাং ইতি আপনাদের ছাড়া অপর কিছুই **পরং**—কারণ, **অপরং**—কার্য নেই ॥ বি॰ ১৭-১৮ ॥

১৯। শ্রীজীব॰ বৈ॰ তো॰ টীকা ঃ তাদৃশতৎকার্যস্য বিশ্বস্য তদব্যতিরেকেণ তদভিন্নত্বং সাধয়ন্ পুনরন্তর্যামিতয়া তদ্ব্যাপ্তত্বেন চ সাধয়তি—আত্মেতি। শ্রুতং প্রত্যক্ষঞ্চ গোচরো যস্য তাদৃশং যথা স্যাদিত্যজহল্লিঙ্গস্যাপি নপুংসকত্বম্ ॥ বি॰ ১৯ ॥

১৯। শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ তাদৃশ পরব্রহ্মস্বরূপ আপনার কার্য বিশ্বের আপনি ছাড়া যে অন্য কারণ-কার্য কিছুই নেই, তা স্থাপন করার পর সেই পরমেশ্বর আপনার পুনরায়

যথাহি ভূতেষু চরাচরেষু
মহ্যাদয়ো যোনিষু ভান্তি নানা।
এবং ভবান্ কেবল আত্মযোনি-
স্বাত্মাত্মতন্ত্রো বহুধা বিভাতি ॥ ২০ ॥

২০। **অন্বয়** ঃ [ন তু মহ্যাদিবৎ বিকারীত্যাহ যথেতি] যথা হি যোনিষু (স্বসৈব রূপান্তরেণ অভিব্যক্তি স্থানেষু) চরাচরেষু (স্থাবর জঙ্গমেষু) ভূতেষু (ভৌতিক পদার্থেষু নানা ভান্তি (বহুধা প্রকাশন্তে এবং [তথা] কেবলঃ (শুদ্ধঃ অচিন্ত্যশক্ত্যা বিকাররহিতঃ) আত্মতন্ত্রঃ (স্বতন্ত্রঃ) আত্মা (সর্বান্তর্যামী) ভবান্ আত্মযোনিষু (আত্মাভিব্যক্তি স্থানেষু নরমৃগাদি শরীরেষু বাল্যযুবাদ্যবস্থাসু চ) বহুধা বিভাতি।

২০। **মূলানুবাদ** ঃ ক্ষিতি-অপ প্রভৃতি মহাভূতাদি কারণসমূহ যেমন স্বীয় রূপান্তরপরিণত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভৌতিক পদার্থসমূহে বিবিধরূপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র এবং সর্বান্তর্যামী হয়েও আপনি লীলার্থ নিজ অভিব্যক্তি স্থল নরমৃগাদি শরীরে বাল্য-যৌবনাদি অবস্থায় নানারূপে প্রতীত হয়ে থাকেন।

অন্তর্যামী রূপে বিশ্ব-ব্যাপ্তিত্ব স্থাপন করা হচ্ছে, আত্মেতি। [বলদেব—বহুধা ঈয়তে—এই বিশ্বের অন্তর্যামীরূপে আপনি বহুরূপে প্রতীয়মান হন।] শ্রুত-প্রত্যক্ষং—শ্রবন-দর্শন-বিষয়ীভূত হন।
॥ জী০ ১৯ ॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ এক এব ভগবান্ জগদ্রূপেণ নানা ভবতীত্যাহ,—আত্মসৃষ্টং স্ব-কার্যং বিশ্বমিদমন্বাবিশ্য অত্র প্রবিশ্য স্থিত ইত্যর্থঃ বহুধা দেবগন্ধর্বাদিরূপেণ মনুষ্যগবাদিরূপেণ চ ঈয়তে অবগম্যতে। যতো বিশ্বমিদং শ্রুতপ্রত্যক্ষ-গোচরং শ্রবণদর্শনবিষয়ীভূতং ক্লীবত্বমার্ষম্ ॥ বি০ ১৯ ॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ একই ভগবান্ জগৎরূপে নানাবিধ হন, সেই কথাই বলা হচ্ছে—আত্মসৃষ্টামিদং—স্বকার্য এই বিশ্বে অন্বাবিশ্য—প্রবেশ করত অবস্থিত। বহুধা—বহুরূপে অর্থাৎ দেব-গন্ধর্বাদি রূপে ও মনুষ্যগবাদি রূপে অবগত হওয়া যায়। যেহেতু এই বিশ্ব শ্রুত-প্রত্যক্ষ গোচরং—শ্রবণ দর্শনবিষয়ীভূত ॥ বি০ ১৯ ॥

২০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ ন তু মহ্যাদিবদ্বিকারীত্যাহ- কেবলঃ শুদ্ধঃ অচিন্ত্যশক্ত্যা বিকাররহিত ইত্যর্থঃ ; অতএব আত্মতন্ত্রঃ স্বতন্ত্রঃ ॥ জী০ ২০ ॥

২০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ 'মহি' অর্থাৎ ক্ষিতি প্রভৃতি কার্যে আদি কারণ-সমূহ যেমন নানারূপে প্রতিভাত হয়, আপনি কিন্তু সেরূপ বিকারী অর্থাৎ পরিবর্তনশীল নন। আপনি কেবলঃ—শুদ্ধ অচিন্ত্য শক্তিতে বিকারশূন্য, অতএব আত্মতন্ত্রো—স্বতন্ত্র ॥ জী০ ২০ ॥

স্বজস্যথো লুম্পসি পাসি বিশ্বং
রজস্তমঃসত্ত্বগুণৈঃ স্বশক্তিভিঃ।
ন বধ্যসে তদ্‌গুণকর্মভির্বা
জ্ঞানাত্মনস্তে ক চ বন্ধহেতুঃ ॥ ২১ ॥

২১। **অন্বয় ঃ** অথ (অনন্তরং) স্বশক্তিভিঃ রজস্তমঃ সত্ত্বগুণৈঃ বিশ্বং সৃজসি লুম্পসি (হরসি) পাসি (রক্ষসি) তদ্‌গুণ কর্ম্মভিঃ ন বধ্যসে জ্ঞানাত্মনঃ (জ্ঞানস্বরূপস্য) তে (তব) বন্ধহেতুঃ [অবিদ্যা] ক্ব (কুত্র ? জীবস্যেব তব সব নাস্তিত্যর্থঃ)।

২১। **মূলানুবাদ ঃ** যদি বলা হয়, বেশতো তা হোক, কিন্তু অচিন্ত্য শক্তি হেতু উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ হয়েও অবিকারী কি করে হলাম ? ঈক্ষণাদি চেষ্টাময় সৃষ্টিকার্যাদি থাকায় কেনই বা তদ্দ্বারা বন্ধন হবে না ? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—

অনন্তর আপনি স্বীয় শক্তি রজঃ-তমঃ-সত্ত্বগুণদ্বারা এই জগৎ সৃজন-পালন-বিলীন করে থাকেন। সেই গুণ, কর্ম ও রজঃ প্রভৃতি গুণমূলক সৃষ্টি আদি ব্যাপার সমূহে আপনি বদ্ধ হন না। সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম আপনার বন্ধন হেতু যে অবিদ্যা, তা কোথায় ? অর্থাৎ জীবের ন্যায় আপনার উহা নেই।

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** একস্যৈব নানারূপত্বে সদৃষ্টান্তমাহ,—যথা ভূতেষু ভৌতিক-শরীরেষু চরাচরেষু যোনিষু জাতিষু মহাদয়ো হেতবো নানা ভূত্বা ভান্তি। এবং কেবল এক এব আত্মযোনিষু আত্মাভিব্যক্তিস্থলেষু আত্মা ভবান্ বহুধা বিভাতি। আত্মতন্ত্রঃ স্বতন্ত্রঃ ॥ বি০ ২০ ॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** একেরই নানারূপেত্ব সদৃষ্টান্ত বলা হচ্ছে- যথা ভূতেষু — ভৌতিক শরীরে **চরাচরেষুযোনিষু** চরাচর জাতিতে ক্ষিতি-অপাদি হেতু সমূহ নানারূপে প্রতিভাত **এবং—**তথা **কেবল**—এক **আত্মতন্ত্রঃ** স্বতন্ত্র আত্মা **ভবান্**—আপনি আত্মযোনিষু স্বীয় অভিব্যক্তি স্থলে বহুরূপে প্রকাশ পান ॥ বি০ ২০ ॥

২১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** ননু ভবতশ্চিন্ত্যশক্তিত্বাচ্চিন্তামণ্যয়স্কান্তাদিবদুপাদাননিমি-ত্তত্বেঽপ্যবিকারিত্বং ; কথং নাম বীক্ষণাদিচেষ্টাময়স্রষ্টৃত্বাদিকং ? কথং বা তেন ন বন্ধঃ ? তত্রাহ সৃজসীতি। সিদ্ধান্তমাহ—জ্ঞানাত্মনঃ চিচ্ছক্তিবিলাসমাত্র প্রযত্নস্য মায়াবিলাসোঽপি যস্তব প্রযত্নঃ প্রতীয়তে, সোঽপি তৎসম্বন্ধেনৈবেত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি—মায়িকপ্রপঞ্চেঽপি চিচ্ছক্তিবিলাসাস্তত্তক্ত্যাদিরূপা অনুগতা দৃশ্যন্তে। তথা চৈকাদশে (২৫।২৭)—'সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী। তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা '॥ ইত্যাদি। ততো মায়িকবৈভবান্তর্গত সাংবত্তজনার্থমেব বীক্ষণাদিকং কুর্ব্বতি ত্বয্যানুষঙ্গিকমেবান্যসৃষ্ট্যাদিকং ভবতীতি। পাসীতি পশ্চান্নির্দ্দেশস্তস্য তৎকালিকত্বেন দৃষ্টান্ততয়া বিন্যাসাৎ।

যথোক্তং প্রথমে (৮।২০) শ্রীকুন্ত্যা—'তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্। ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ ॥' ইতি, তদেবং মায়াবিলাস এব বিকারিত্বং, ন তু চিচ্ছক্তিবিলাসে, তত্র তন্নিষেধাৎ ; যথোক্তং দ্বিতীয়স্কন্ধে (৯।১০) বৈকুণ্ঠবর্ণনে—'ন যত্র মায়া' ইতি, 'ন চ কালবিক্রমঃ' ইতি চ। তথা মায়াবিলাসানাসক্তেঃ তেন ন বন্ধঃ, ততো ন দোষ ইতি ভাবঃ। জী° ২১ ॥

২১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** : পূর্বপক্ষ, যদি বলা হয়, বেশ তো তা হোক, কিন্তু অচিন্ত্য শক্তি হেতু চিন্তামণি ও অয়স্কান্তাদির মতো উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ হয়েও অবিকারী কি করে হলাম? ঈক্ষণাদি চেষ্টাময় সৃষ্টিকার্যাদি থাকায় কেনই বা তদ্দ্বারা বন্ধন হবে না? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে সৃজসীতি।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত উক্ত হচ্ছে,—জ্ঞানাত্মনঃ—চিৎশক্তির লীলামাত্র, প্রবৃত্তির মায়াবিলাস, যা আপনার প্রযত্ন বলে অনুমিত হয়, তাও জগৎ কারণ আপনার সম্বন্ধে হতেই পারে না। ইহা একাদশে উক্ত আছে, যথা—"আত্মবিষয়িনী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্মবিষয়িনী শ্রদ্ধা রাজসী, অধর্মবিষয়িনী শ্রদ্ধা তামসী এবং মদীয় সেবাবিষয়িণী শ্রদ্ধা নির্গুণা।" (ভা, ১০।২৫।২৭)। অতঃপর মায়িক বৈভবান্তর্গত সাধক ভক্তজনের জন্যই ঈক্ষণাদি করে থাকেন—এরই আনুসঙ্গিকভাবেই অন্যসৃষ্ট্যাদি হয়ে থাকে। 'সৃজন-পালন-হরণ' না বলে 'সৃজন, হরণ' বলবার পর পাসি—পালন শব্দের নির্দেশ, তৎকালিক বলে দৃষ্টান্ত রূপে উহার বিন্যাস হেতু।— সাধক ভক্তদের জন্যই যে ঈক্ষণাদি করে থাকেন, তা শ্রীকুন্তির বাক্যে পাওয়া যায়, যথা—"আত্মানাত্ম বিবেকী মননশীল নিবৃত্তিরাগ পুরুষগণও তোমাকে জানতে পারে না, অতএব ভক্তিযোগ বিধানার্থ অবতীর্ণ তোমাকে আমাদের ন্যায় স্ত্রীজাতি কি প্রকারে জানতে পারবে।"—(শ্রীভা০ ১।৮ ২০)—এইরূপে দেখা যাচ্ছে, মায়া বিলাসেই বিকারিত্ব, চিৎবিলাসে বিকারিত্ব নেই, তথায় ইহা নিষেধ থাকা হেতু। যথা দ্বিতীয় স্কন্ধে বৈকুণ্ঠ বর্ণনে উক্ত আছে—"যথায় মায়া নেই এবং কাল বিলম্বও নেই।" তথা মায়া-বিলাস-অনাসক্তি হেতু তার দ্বারা বন্ধনও নেই। অতএব দোষ নেই, এরূপ ভাব। জী° ২১ ॥

[শ্রীবলদেব—সৃজন-পালন-হরণ কর্ম করলেও আপনার বন্ধন হয় না জীবের মতো। বন্ধন হয় না কে? এরই উত্তরে, জ্ঞানাত্মনঃ—অসঙ্কুচিত সার্বজ্ঞ আপনার জীববৎ বন্ধনের হেতু সেই অভিমান নাই, সূর্যের মধ্যে অন্ধকার কিছুতেই প্রবেশ করতে পারে না।]

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** : অতস্ত্বমেবৈকো জগদীশ্বর ইত্যাহ,—সৃজসীতি। তত্তদভিধৈস্তৈর্গুণৈস্তৈস্তৈঃ কর্মভিশ্চ জীব ইব ত্বং ন বধ্যসে। ননু কুতোঽহং ন বধ্যেত্তত্রাহ,—জ্ঞানাত্মনঃ জ্ঞানস্বরূপস্য পরব্রহ্মণস্তব বন্ধহেতুরবিদ্যা ক? জীবস্যেব তব সা নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

দেহাদ্যুপাধেরনিরূপিতত্বা-
দ্ভবো ন সাক্ষান্ন ভিদাত্মনঃ স্যাৎ।
অতো ন বন্ধস্তব নৈব মোক্ষঃ
স্যাতাং নিকামস্ত্বয়ি নোঽবিবেকঃ ॥ ২২ ॥

২২। **অন্বয়** ঃ [ননু মে যদি অবিদ্যানাস্তি তদাত্মদেহোঽয়ং অবিদ্যকঃ কুতঃ আয়াতঃ ? তত্রাহ—দেহাদীতি]

তব দেহাদ্যুপাধেঃ অনিরূপিতত্বাৎ (দেহাদিরুপাধিরাবিদ্যক ইতি কৈরপি শাস্ত্রজ্ঞৈঃ ন নিরূপিতঃ) [অতএব তব] ভবঃ (জীববৎ সংসারঃ জন্ম বা) ন স্যাৎ [তব দেহাদেরুপাধিত্বা ভাবাৎ], (সাক্ষাৎ জীববৎ পৈতৃকধাতুকধাতুসম্বন্ধং জন্ম ন স্যাৎ) [কিন্তু আবির্ভাবাত্মকমেব জন্ম ভবেৎ, তথা] আত্মনঃ (দেহাৎ) ভিদা (ভিন্নত্বং) [জীবস্যেব তব] ন [স্যাৎ, তদ্দেহোঽপিত্বমেব] অতো তব ন এব বন্ধঃ ন এব মোক্ষঃ [স্তঃ ইতিচেৎ] স্যাতাং [তৌ তু তে ন নিষেধ্যেতে, কুতঃ] ত্বয়ি [সবন্ধঃ স মোক্ষশ্চ], নঃ (অস্মাকং ভক্তানাং) নিকামঃ (অভিষ্টএব, ধ্যেয়ত্বাৎ) [যতঃ] বিবেকঃ (জ্ঞানরূপঃ নত্ববিদ্যাপূর্বকঃ) ।

২২। **মূলানুবাদ** ঃ কৃষ্ণ যদি বলেন, আমার যদি অবিদ্যা না থাকবে, তাহলে এই অবিদ্যক আত্মদেহ কোথেকে এল ? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে--

আপনার দেহাদি উপাধি অবিদ্যক, এরূপ কোনও শাস্ত্রজ্ঞের দ্বারাই নিরূপিত হয়নি, অতএব আপনার জন্ম জীববৎ পৈতৃকধাতুকধাতু সম্বন্ধে নয়। তথা জীবের মত আপনার দেহ-দেহী ভেদ নেই। আপনার জন্ম আবির্ভাবাত্মক। অতএব আপনার বন্ধন ও মুক্তি নেই। উলূখলে-কালিয়হ্রদে—যা দেখা যায় উহা তো আপনার তত্ত্বজ্ঞান প্রসূত হওয়া হেতু ভক্ত আমাদের অভীষ্টই, ধ্যেয় হওয়ায়।

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ অতএব আপনই অদ্বিতীয় জগদীশ্বর, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—সত্ত্ব-রজঃ তমঃ নামক গুণে ও সেই সেই কর্মের দ্বারা জীববৎ আপনি বন্ধনে পড়েন না। কেন আমি বন্ধনে পড়ি না', এই আশয়ে বলা হচ্ছে,—জ্ঞানাত্মনঃ-জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম আপনার বন্ধনহেতু যে অবিদ্যা তা কোথায় ? জীবের ন্যায় আপনার উহা নেই। বি০ ২১ ॥

২২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ দেহেতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্রোলূখলে বন্ধশ্রবণাৎ নরাকৃতিমূর্ত্তৌ সংসারবন্ধোঽপি সম্ভাব্যতে, যমুনাহ্রদে দৃষ্টদেবাকৃতিমূর্ত্তৌ তত্তদৈশ্বর্য্যসামগ্রী-দর্শনাৎ। ততো মুক্তত্বঞ্চ প্রতীয়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ, অনুরূপিতত্বাদনির্ব্বচনীয়ত্বাদিত্যর্থঃ। যদ্বা, যদি বা স্যাতাং তাদৃশৌ, তদা নোঽস্মাকং প্রিয়বর্গাণাং নিতরাং কাম এব তৌ দ্বৌ তব স্যাতাম্। প্রেমজাতি-বিশেষোচিত-মনোরথ-বিশেষং প্রাপ্যৈব তাদৃশ্যো লীলাস্তবোদয়ন্তে। যথা শ্রীযশোদায়া বাৎসল্য মনোরথবিশেষেণার্ভক-

ভাবময়লীলাবিশেষোদয়াৎ বন্ধনাদিপ্রাপ্তিলীলোদয় ইতি ভাবঃ। নন্থ কথং প্রকটৈশ্বর্য্যেঽপি ময়ি তেষাং তাদৃশভাবঃ সম্ভবতি? তত্রাহ—ন তিষ্ঠতি বিবেকঃ ঐশ্বর্যদর্শনেঽপি তদনুসন্ধানং যস্মাৎ; তাদৃশোঽপি নিষ্কাম ইতি। 'অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।' (শ্রীভা ৯।৪।৬৩) ইত্যুক্তেস্তথাপি তাদৃশো ভাবঃ স্যাদিতি ভাবঃ॥

২২। **শ্রীজীব বৈ. তো. টীকানুবাদ ঃ** [শ্রীস্বামিপাদ - উপরন্তু আপনার বন্ধন-আশঙ্কা দূরে থাকুক, অবিদ্যা উপাধিবিশিষ্ট জীবাত্মারই বস্তুত বন্ধন নেই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দেহাদ্যুপাধেরিতি। দেহাদি উপাধিবিশিষ্ট **ভবো**—জন্ম এবং তন্মূলক **ভিদা**—ভেদ **সাক্ষান্ন**—স্বরূপতো নেই। হে অক্রূর আমার বন্ধন অভাব বলুয়ে তুমি কি আমার মোক্ষ স্বীকার করে নিচ্ছ? যদি বল 'হাঁ' নিচ্ছি, তাহলে বন্ধন-অভাবে মোক্ষ অসম্ভব হেতু আমার বন্ধনও স্বীকার করতে হয়। এইরূপ আশঙ্কায় অক্রূর বলছেন—**অতোঽনবদ্ধ** যেহেতু অবিদ্যা নেই, সে কারণে বন্ধন-মোক্ষও নেই আপনার। কৃষ্ণ যদি প্রশ্ন করেন, উলূখলে আমার বন্ধনের কথা তো শোনা যায়, আবার যমুনা হ্রদে মুক্ত হতে দেখা যায়, তা হলে কি করে উভয়ই নেই বলছ? এরই উত্তরে **নিকাম ইতি**—স্বাভিপ্রায় অনুরূপ আপনাতে আমাদের অবিবেকেই বন্ধন-মোক্ষ প্রতিপাদিত হয়। অথবা আমাদের অবিবেকেই আপনার বন্ধন-মোক্ষ উভয়ই যদি বা হয় হোক।]

এই স্বামিটীকার ব্যাখ্যার উপর বিশ্লেষণ—উলূখলে বন্ধ-শ্রবণ হেতু নরাকৃতি মূর্তিতে সংসার বন্ধনও সম্ভাবনার মধ্যে আনা হল, যমুনাহ্রদে দৃষ্ট দেবাকৃতি মূর্তিতে সেই সেই চতুর্ভুজাদি ঐশ্বর্য সামগ্রী দর্শন হেতু অতঃপর মুক্ত বলেও বিশ্বাস করে নেওয়া হল, এরূপ অভিপ্রায়। **অনিরূপিতত্বাদ্** অনির্বাচ্যাদি হওয়া হেতু, এরূপ অর্থ।

অথবা, যদি বা হতো তাদৃশ বন্ধন-মোক্ষ, তা হলে প্রিয়বর্গ আমাদের **নিকাম**- [নি—নিতরাং+কাম] অতিশয় কামেই সেই বন্ধন-মোক্ষ দুই তোমার হতো। প্রেমজাতিবিশেষ-উচিত-মনোরথ প্রাপ্ত হয়েই তাদৃশ্য লীলা উদয় হতো, যথা—শ্রীযশোদার বাৎসল্য মনোরথ বিশেষে বাল্য ভাবময় লীলা বিশেষে উদয় হেতু বন্ধনাদি প্রাপ্তি স্বীকার রূপ লীলোদয় হতো তোমার, এরূপ ভাব। কৃষ্ণ যদি বলেন, প্রকট-ঐশ্বর্য আমাতে ব্রজজনদের তাদৃশ ভাব সম্ভব কি? এরই উত্তরে অক্রূর—তত্ত্বজ্ঞান থাকে না, ঐশ্বর্যদর্শনেও তা চোখে পরে না যে কারণে, তাদৃশই ব্রজজনদের 'নিকাম' অর্থাৎ প্রেমাতিশয্য। অতএব—'হে মুনে আমি ভক্তের অধীন, তাই অস্বতন্ত্রের ন্যায়। মুক্তি পর্যন্ত বাসনা রহিত ভক্তগণ আমার হৃদয় গ্রাস করেছে। ভক্তের কথা আর কি, ভক্তের পাল্যগণ সমূহও আমার প্রিয়" (শ্রী ভা০ ৯।৪।৬৩)। এই এই উক্তি অনুসারে ঐশ্বর্য প্রকাশ করে বিরাজমান আপনাতে তাদৃশ ভাব সম্ভব, এরূপ ভাব। (জী০ ২২)

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নন্থ মে যদ্যবিদ্যা নাস্তি তদাত্মদেহো-ঽয়মবিদ্যকঃ কুত আয়াত স্তত্রাহ,—দেহাদীতি। তব দেহাদ্যুপাধেরনিরূপিতত্বাদিতি। তব দেহাদিরুপাধিরাবিদ্যক ইতি কৈরপি শাস্ত্রজ্ঞৈ র্ন নিরূপিত ইত্যর্থঃ। অতএব তব ন ভবঃ জীববৎ সংসারো জন্ম বা নৈব স্যাৎ। তথাপি দেহাদিরাবিদ্যকো যদি ভবেৎ তদা ত্বমপি স্বাতন্ত্র্যেঽপি জীবতুল্য এব জন্মাদিমানেব স্যা ইত্যর্থঃ। অতস্তব দেহাদেরুপাধিত্বাভাবাৎ জীববৎ সাক্ষাৎ পৈতৃকধাতুসম্বন্ধং জন্ম ন স্যাৎ, কিন্ত্বাবির্ভাবাত্মকমেব জন্ম ভবেৎ। তথা আত্মনো দেহদ্ভিদা ভিন্নত্বং জীবস্যেব তব নাস্তি। ত্বদ্দেহোঽপি ত্বমেবেত্যর্থঃ। দেহ-দেহি বিভাগোঽত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচি'দিত্যুক্তেঃ। অতস্তব ব্রহ্মত্বাদেবাবিদ্যা-বিদ্যাভ্যামতীতস্য নৈব বন্ধো নৈব মোক্ষঃ। উলূখলে যাত্রা নিবদ্ধস্য কালিয়হ্রদামুক্তস্য মম বন্ধ-মোক্ষৌ স্ত ইতি চেৎ স্যাতাং, তৌ তু তেন নিষিদ্ধ্যেতে ইতি ভাবঃ। কুতস্ত্বয়ি স বন্ধঃ স মোক্ষশ্চ নোঽস্মাকং ভক্তানাং নিকামো ধ্যেয়ত্বাদভীষ্ট এব। যতো বিবেকঃ স বন্ধো মোক্ষশ্চ বিবেক এব মায়িকত্বাভাবাৎ। জ্ঞান-স্বরূপস্য নতু তাবদজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষাবিত্যর্থঃ। ২২ ॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** যদি কৃষ্ণ বলেন, আমার যদি অবিদ্যা নাই থাকে, তা হলে আমার এই অবিদ্যক দেহ কোত্থেকে এল, এরই উত্তরে, 'দেহাদীতি' অর্থাৎ আপনার দেহাদির উপাধেরনিরূপিতত্বাদ্—উপাধি অবিদ্যক (প্রাকৃতিক) বলে কোনও শাস্ত্রজ্ঞের দ্বারাই নিরূপিত হয়নি ; অতএব আপনার নতবঃ—জীববৎ সংসার বা জন্ম নেই। আপনার দেহাদিও যদি 'অবিদ্যক' হয়, তাহলে আপনি স্বতন্ত্র হয়েও জীবতুল্যই জন্মাদিমানই হয়ে পড়েন, যা পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ,—অতএব আপনার দেহাদি উপাধির অভাব হেতু জীববৎ সাক্ষাৎ পৈত্রিকধাতুক-ধাতুসম্বন্ধে জন্ম নয় আবির্ভাব ত্মক জন্ম।

তথা জীবের ম তা আপনি আত্মনঃ—দেহ থেকে ভিন্ন নন। আপনার দেহই আপনি—"দেহ-দেহী ভেদ ঈশ্বরে কখনও নেই" এরূপ উক্তি থাকা হেতু। —অতএব ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া হেতু বিদ্যা-অবিদ্যার অতীত আপনার বন্ধও নেই মোক্ষও নেই।—উলূখলে বন্ধন দশা প্রাপ্ত কালিয় হ্রদ থেকে মুক্ত আমার বন্ধন-মোক্ষ আছে যে, তা দেখাই যাচ্ছে, এরূপ যদি বলা হয়, এর উত্তরে বন্ধন-মোক্ষ থাক না—ঐ দুইপ্রকার বন্ধন-মোক্ষ তো দেহাদি উপাধি অতীত আমার দ্বারা নিষিদ্ধ হয় নি, এরূপ ভাব। কি অভিপ্রায়ে এই বন্ধন-মোক্ষ স্বীকার করছেন। ইহারা আমার ভক্তগণের নিকাম—ধ্যেয় হওয়া হেতু আমার অভিষ্টই, তাই স্বীকার করেছি।—কারণ বিবেকঃ—সেই বন্ধন ও মুক্তি আপনার তত্ত্বজ্ঞান প্রসূতই মায়িকত্ব অভাব হেতু জ্ঞানস্বরূপ আপনার তো সেই অজ্ঞান-সংজ্ঞ ভববন্ধ-মোক্ষ নেই। বি০ ২২ ॥

Acc- 1001 / 8-1-20

ত্বয়োদিতোঽয়ং জগতো হিতায়
যদা যদা বেদপথঃ পুরাণ।
বাধ্যেত পাষণ্ড-পথৈরসদ্ভি-
স্তদা ভবান্ সত্ত্বগুণং বিভর্ত্তি ॥২৩॥

২৩। **অন্বয়ঃ** (অতঃ স্বভক্তি তাৎপর্য্য-পর্য্যবসানং বেদমার্গ রক্ষণ্ তদভিব্যক্তি স্থানং সত্ত্বগুণমপি পুষ্ণাতীত্যাহ—ত্বয়েতি)

জগতঃ হিতায় ত্বয়া উদিতঃ (উক্তঃ) পুরাণঃ (অনাদিঃ) অয়ং বেদপথঃ পাষণ্ডপথৈঃ, অসদ্ভিঃ যদা যদা বাধ্যেত (অতিশয়েন পীড়িতঃ স্যাৎ) তদা ভবান্ সত্ত্বগুণং বিভর্ত্তি (পুষ্ণাতি)।

২৩। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর স্বভক্তি-তাৎপর্য যথায় পর্যবসানপ্রাপ্ত সেই বেদমার্গ রক্ষা করতে গিয়ে তার অভিব্যক্তিস্থান সত্ত্বগুণকেও পোষণ করেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

জগতের মঙ্গলের জন্য আপনার মুখোৎগীর্ণ অনাদি এই বেদমার্গ যখন অসৎগণের দ্বারা বাধ'প্রাপ্ত হয় তখন ধর্মমার্গ রক্ষারদ্ব'রা শিষ্টজন পালনার্থ সত্ত্বগুণ পোষণের জন্য আপনি আবির্ভূত হন।

২৩। **শ্রীজীব বৈ তো টীকা ঃ** অতঃ স্বভক্তিতাৎপর্য্য-পর্য্যবসানং বেদমার্গং রক্ষন্ তদভিব্যক্তি-স্থানং সত্ত্বগুণমপি পুষ্ণাতীত্যাহ—ত্বয়েতি। ত্বয়েশ্বরেণোদিত উক্ত ইতি ভ্রমাদিদোষচতুষ্টয় রাহিত্যাৎ প্রামাণ্যমবশ্যপাল্যত্বঞ্চ। ন চেত্থং কৃত্রিম ইত্যাহ—পুরাণঃ অনাদিঃ। তবানাদিত্বেন ত্বত্ত এবানাদিতো মুহুরাবির্ভাবিত্বেন চেতি ভাবঃ। স যদা যদা তাদৃশ-ত্বদপেক্ষার্হ-ভক্তবৃন্দাভাবাত্তদৌদাসীন্যেনাসদ্ভিঃ বাধ্যেত, অতিশয়েন পীড়িতঃ স্যাৎ, তদা দৈবাৎ শ্রী প্রহ্লাদস্যেব কস্যচিদ্ভক্তজনস্যৈকস্য বহূনাং বা প্রাকট্যে সতি তৎপোষণার্থং স্বয়মবতীর্য্য সাত্ত্বিকগণবর্দ্ধনেন বেদপথং পুষ্ণন্ স্বয়মেব সত্ত্বগুণং ভবান্ বিভর্ত্তি পুষ্ণাতীত্যর্থঃ ॥ জী০ ২৩ ॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর স্বভক্তি-তাৎপর্যের শেষ কথা বেদমার্গকে রক্ষা করতে গিয়ে তার অভিব্যক্তি স্থান সত্ত্বগুণকেও পোষণ করেন। এই আশয়ে বলা হচ্ছে- ত্বয়েতি। ঈশ্বর তোমার দ্বারা উদিত উক্ত হল জগতের হিতের নিমিত্ত বেদমার্গ- ইহা ভ্রমাদিদোষচতুষ্টয় রহিত হওয়া হেতু প্রামাণ্যও অবশ্য পাল্য, ইহা কৃত্রিমও নয়, এই আশয়ে বলা হল পুরাণঃ—অনাদি। হে ঈশ্বর, আপনি অনাদি হওয়া হেতু আপনা থেকে অনাদিকাল থেকেই এই বেদমার্গ মুহুর্মুহু আবির্ভাব হওয়া হেতুও ভ্রমাদিদোষচতুষ্টয় রহিত ইত্যাদি। স যদা যদা বাধ্যেত- তাদৃশ আপনার অপেক্ষা-যোগ্য ভক্তবৃন্দের অভাব হেতু যদা যদা আপনার ঔদাসীন্যে অসৎজনের দ্বারা সেই বেদ 'বাধ্যেত' বাধাপ্রাপ্ত হয়

স ত্বং প্রভোঽদ্য বসুদেবগৃহেঽবতীর্ণঃ
স্বাংশেন ভারমপনেতুমিহাসি ভূমেঃ।
অক্ষৌহিণী-শত-বধেন সুরেতরাংশ-
রাজ্ঞামমুষ্য চ কুলস্য যশো বিতন্বন্ ॥ ২৪ ॥

২৪। **অন্বয়** ঃ বিভো (হে সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ) স ত্বং সুরেতরাংশরাজ্ঞাং অক্ষৌহিনী শতবধেন ভূমেঃ ভারং অপনেতুং (নিরাকর্ত্তুং) অমুষ্য কুলস্য চ (যাদব কুলস্য চ) যশঃ বিতন্বন (বিস্তারয়িতুঞ্চ) অদ্য স্বাংশেন (বলদেবেন সহ) ইহ [লোকে] বসুদেব গৃহে অবতীর্ণঃ অসি (ভবসি)।

২৪। মূলানুবাদ ঃ উপর্যুক্তরূপে প্রস্তাবনা করবার পর এ আনন্দের বিষয় যে পাপাত্মা কংস নিহত হয়েছে'—(শ্রীভা০ ১০।৪৮।১৭) ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট প্রস্তুত বিষয় অনুসরণ করা হচ্ছে—

হে সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ কৃষ্ণ! এইরূপ উক্ত মহিমাময়, বারবার অবতীর্ণ হয়ে সৎমার্গ প্রবর্তক আপনি শত সহস্র অসুর রাজগণের বিনাশদ্বারা ভূভার দূরীকরণের জন্য বসুদেব গৃহে বলরামের সহিত অবতীর্ণ হয়ে এই যদুকুলের যশোবিস্তার করছেন।

(অর্থাৎ অতিশয় পীড়িত হয়) তখন দৈবাৎ শ্রীপ্রহ্লাদের মতো কোনও একজন বা বহু ভক্তের প্রাকট্য হলে তাকে পালনের জন্য নিজেই অবতীর্ণ হয়ে সাত্ত্বিকগুণ বর্ধনের দ্বারা বেদপথ পোষণ পূর্বক আপনি নিজেই সত্ত্বগুণকে **বিভর্তি**—পালন করেন, এরূপ অর্থ।—জী০ ২৩ ॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ তদেবং গুণাতীতস্বরূপলীলোঽপি ত্বং ধর্মমার্গরক্ষয়া শিষ্টজনপালনার্থং সত্ত্বগুণং পুষ্ণন্নাবির্ভবসীত্যাহ.—ত্বয়া উদিত উক্তঃ বেদপথঃ ধর্মমার্গঃ। পুরাণঃ প্রাচীনঃ ॥ ২৩

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ উপর্যুক্ত শ্লোকানুসারে আপনি গুণাতীতস্বরূপলীল হয়েও ধর্মমার্গ রক্ষারদ্বারা শিষ্টজন পালনার্থ সত্ত্বগুণ পোষণের জন্য আবির্ভূত হন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—'ত্বয়া উদিত' আপনার দ্বারা উক্ত **বেদপথঃ**—ধর্মমার্গ, যা **পুরাণঃ** - প্রাচীন ॥ ২৩

২৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ তদেবমুপোদ্ঘাতানন্তরং 'দিষ্ট্যা পাপো হতঃ কংসঃ' (শ্রীভা০ ১০।৪৮।১৭) ইত্যাদি-নির্দ্দিষ্টং প্রকৃতমেবানু-বর্ত্তয়তী—স ইতি। এবমুক্তমাহাত্ম্যো মুহুরে-বাবতীর্য্য সন্মার্গপ্রবর্ত্তকস্ত্বম্। বিভো, হে সর্ব্বেশ্বর্য্যপরিপূর্ণ! বসুদেবস্য যাদবশ্রেষ্ঠস্য, শ্লেষেণ বসু ভক্তিলক্ষণো ধর্ম্মস্তেন দীব্যতি দ্যোততে ইতি তথা তস্য ॥ জী০ ২৪ ॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ উপযুক্তরূপে প্রস্তাবনা করবার পর "দিষ্ট্যাপাপো ইত্যাদি" অর্থাৎ 'এ আনন্দের বিষয় যে পাপাত্মা কংস নিহত হয়েছে' (শ্রীভা০ ১০।৪৮।১৭)

অদ্যেশ নো বসতয়ঃ খলু ভূরিভাগা
যঃ সর্বদেব-পিতৃ-ভুত-নৃদেব-মূর্তিঃ।
যৎপাদশৌচসলিলং ত্রিজগৎ পুনাতি
স ত্বং জগদ্ গুরুরধোক্ষজ যাঃ প্রবিষ্টঃ ॥ ২৫ ॥

২৫। **অন্বয়** ঃ ঈশ (হে সর্বেশ্বর!) অধোক্ষজ (হে সর্বজ্ঞানাতীতঃ) যঃ সর্বদেব-পিতৃ ভূ,—নৃদেব মূর্ত্তিঃ (সর্বে'দেবঃ' ব্রহ্মারুদ্রাদয়শ্চ পিতরশ্চ ভূতানিচ নৃদেবশ্চ 'মূর্ত্তিং' শরীরং যস্য তথাভূতঃ, কিম্বা সর্বেদেবাদয়ঃ 'মূর্ত্তয়ঃ' অধিষ্ঠানানি যস্য) যৎপাদ [যৎ'যস্যচতব] পাদ'শৌচ সলিলং ত্রিজগৎ পুনাতি, স ত্বং জগদ্ গুরুঃ [সন্] যাঃ [মদ্ বসতিঃ] প্রবিষ্টঃ [তাঃ] নঃ (অস্মাকং) বসতয়ঃ (গৃহাঃ) ভূরিভাগাঃ খলু (বহুমাহত্ম্যাঃ)।

২৫। **মূলানুবাদ** ঃ যাদবদের মধ্যেও আমি আপনার দ্বারা অতিশয় অনুগৃহীত, এই অভিপ্রায় বলা হচ্ছে,—

হে সর্বেশ্বর! হে অধোক্ষজ! ব্রহ্মারুদ্রাদি যাবতীয় দেবগণ, পিতৃগণ, ভূতসকল ও নরদেবগণ আপনার শরীর। আপনার চরণ ধোয়া জল ত্রিজগৎ পবিত্র করে থাকে। এই জগৎগুরু আপনি যে আমাদের গৃহে প্রবেশ করলেন, এতে আমাদের গৃহ নিশ্চয় বহু মহিমান্বিত হয়ে গেল।

ইত্যাদি নির্দিষ্ট প্রস্তুত বিষয় অনুসরণ করা হচ্ছে, **সত্তম্**—এইরূপে উক্ত মহিমাময়, বারবার অবতীর্ণ হয়ে সৎমার্গ প্রবর্ত্তক সেই আপনি। **বিভো**—সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ। **বসুদেবস্য**—যাদব শ্রেষ্ঠের। অর্থান্তরে, 'বসু' ভক্তি লক্ষণ ধর্ম এই ধর্মের দ্বারা 'দেব' দিব্যতি দীপ্ত, এইরূপে ভক্তিদ্বারা দীপ্ত বসুদেবের ॥ জী০২৪॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ স্বাংশেন রামেণ সহ। সুরেতরাংশা যে রাজানস্তেষামক্ষৌহিণী-শতস্য বধেন ভূমের্ভারমপনেতুম্ ॥ ২৪ ॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **স্বাংশেন**—রামের সহিত **সুরেতরাংশা**—অসুরপ্রকৃতি যেসব রাজন্যবর্গ, তাদের শত অক্ষৌহিনীর বধের দ্বারা পৃথিবীর ভার দূর করার জন্য বসুদেবের ঘরে অবতীর্ণ। বি০ ২৪ ॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ যাদবেষু চাহং ত্বয়া নিতরামনুগৃহীত ইত্যাহ— অদ্যেতি। ঈশ হে সর্ব্বেশ্বর, ভূরিভাগা বলিপ্রভৃতিভ্যোঽপি বহুমাহাত্ম্যাঃ, যতঃ বেদাদয়ো মূর্ত্তয় ইব মূর্ত্তয়োঽধিষ্ঠানানি যস্য যজ্ঞরূপাংশাবতারে; যস্য চ তব শ্রীবামনরূপাংশাবতারে পাদশৌচসলিলমপি ত্রিজগৎ পুনাতি, স ত্বং জগদ্গুরুঃ সর্ব্বেভ্যঃ স্বাবির্ভাবেভ্যোঽপি গুরুর্মহান্, যা মদ্বসতীরেব প্রবিষ্টঃ, ন ত্বন্যাপি অন্যযাদব-গৃহানিত্যর্থঃ। জগদ্গুরুত্বাদেব হে অধোক্ষজ সর্ব্বজ্ঞানাতীত ॥ জী০২৫॥

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়া-
দ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ২৬ ॥

২৬। **অন্বয়** ঃ কঃ পণ্ডিতঃ ভক্তপ্রিয়াৎ (ভক্ত এব প্রিয়ো যস্য তস্মাৎ) ঋতগিরঃ (সত্য-সঙ্কল্পাৎ) সুহৃদঃ (নিরুপাধি কৃপাকারিণঃ) কৃতজ্ঞাৎ (কৃতমুপকারং জানাতি বহুমন্যতে) ত্বৎ (ত্বত্তঃ) অপরং (অন্যং কং) শরণং সমীয়াৎ (গচ্ছেৎ) [যতঃ] যস্য [তব] উপচয়াপচয়ৌ ন [ত্বং] ভজতঃ সুহৃদঃ (সৌহৃদ্যযুক্তায়) সর্বান্ অভিকামান্ (অভিবাঞ্ছিতার্থান্) আত্মানং অপি দদাতি।

২৬। **মূলানুবাদ** ঃ অক্রূরের স্বীয় মনোরথ পরিপূর্ণ হয়েছে, সুতরাং আনন্দে বলছেন— যার হ্রাস-বৃদ্ধি নেই সেই ভক্তপ্রিয় সত্যবাক্ পরমহিতকারী কৃতজ্ঞ আপনাকে ছাড়া অন্যের শরণাগত হবে কোন্ পণ্ডিত আপনি প্রণয়ী ভক্তদিগকে সকল অভিলষিত বস্তু, এমন কি আত্মাকেও দান করে থাকেন।

২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ যাদবদের মধ্যেও আমি আপনার দ্বারা অত্যন্ত অনুগৃহীত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, অদ্যেতি। ঈশ— হে সর্বেশ্বর। ভুরিভাগা— বলি প্রভৃতি থেকেও বহু মহিমাময় বা পবিত্র হয়ে গেল আমার এই বসতি। দেবাদি যেন আপনার মূর্তি অর্থাৎ শরীর। দৃষ্টান্ত, 'মূর্তি' বাসস্থান (যজ্ঞরূপ অংশ অবতারে)। আরও শ্রীবামনরূপ অংশ অবতারে যে আপনার চরণ ধোয়া জলও ত্রিজগৎ পবিত্র করছে, সেই আপনি জগদ্গুরু— জগতের মধ্যে সর্ব-স্বাবির্ভাবের মধ্যে 'গুরু' মহান্ যাঃ প্রবিষ্টঃ—আমার বাসস্থান অন্তর্গত হয়েছেন, অদ্যাপি অন্য যাদব গৃহান্তর্গত হন নি কিন্তু। জী° ২৫ ॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ যা বসতীঃ স এব ত্বং প্রবিষ্টঃ যস্ত্বং সর্বদেবাদি মূর্ত্তিঃ ॥ ২৫ ॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ নো যাঃ বসতম্ প্রবিষ্টঃ—যে আপনি সর্বদেবাদি মূর্তি সেই আপনি আমাদের যে বসতি তাতে প্রবেশ করেছেন। বি° ২৫ ॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ ভক্তস্তদ্বেশাদিনা পুতনাদিভ্যোঽপি তাদৃশপদদানাৎ; প্রীতিবিষয়ত্বেন প্রসিদ্ধো যস্য তস্মাৎ; তথোক্তং শ্রীমদুদ্ধবেনাপি—'অহো বকী যম্' (শ্রীভা ৩।২।২৩) ইত্যাদি। তৎপ্রিয়ত্বেঽপি নন্নু কথমপ্যনবধানাদিনা তৎপালনপ্রতিজ্ঞা-ব্যভিচারঃ স্যাৎ, ইত্যাহ— ঋতগিরঃ সত্যসঙ্কল্পাৎ, কদাচিত্তস্য পরমভক্তান্তরাবেশেঽপি সঙ্কল্পস্যৈব তৎকার্য্যসাধকত্বাদিতি ভাবঃ। ন চোপকারাত্মকস্য ভজনস্যাপ্যপেক্ষা, কিন্তু কথঞ্চিদাশ্রয়মাত্রস্য ইত্যাহ— সুহৃদঃ। ন চোপকারানভিজ্ঞ-

তেত্যাহ—কৃতমুপকারং জানাতি বহুমন্যতে ইতি কৃতজ্ঞাৎ। তচ্চোপকারাভাসস্যাপি বহুমন্যমানত্বে পর্য্যবস্যতীত্যাহ—সর্ব্বানিতি। যস্য বিষয়লাভালাভাদিনা উপচয়াপচয়ৌ ন স্তঃ, সঃ। ভজতঃ ভজন-মাত্রং কুর্ব্বতঃ, পুষ্পপত্রাদিনাপি সেবমানায় সর্বাংস্তদভীষ্টান্ কামান্ দদাতি, তত্র সুহৃদঃ সৌহৃদ্যযুক্তায়, যত আত্মানমপি সুহৃদ্রূপেণ দদাতি, তদধীনং করোতীত্যর্থঃ। তস্মান্মদীয়গৃহাগমনমপি তব নাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ ॥ জী০ ২৬ ॥

২৬। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ ভক্তপ্রিয়—এখানে 'ভক্ত' শব্দে পূতনাদিকেও ধরা হয়েছে—বেশাদির অনুকরণেও যাঁরা গোলকাদি তাদৃশ ধাম প্রাপ্তি করানো হেতু প্রীতির বিষয়রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তাদের ছাড়া (আর কার শরণ নিবো)—শ্রীউদ্ধবের দ্বারা এরূপই উক্ত হয়েছে, যথা—"অহো, পূতনা রাক্ষসী মাতৃবেশ ধারণ করে এসে বিষমিশ্রিত স্তন শিশু কৃষ্ণমুখে প্রাণ হরণ ইচ্ছায় দিয়ে ধাত্রী গতি পেয়ে গোলোকে গিয়েছিল, এমন দয়ালের শরণাপন্ন কে-না হবে ? অর্থাৎ সকলেই হবে।"—(শ্রীভা০ ৩।২।২৩)। এরূপ ভক্তপ্রিয় হলেও কোনও প্রকার অনবধানাদি বশতঃ সেই ভক্ত পালন প্রতিজ্ঞার খেলাপ হতে পারে তো ? এরই উত্তরে, ঋতগিরঃ—কৃষ্ণ সত্যসঙ্কল্প, তাই খেলাপ হয় না ;—কখনও রাধাদি পরম-ভক্তান্তর আবেশেও ঐ সঙ্কল্পেরই কার্যসাধকতা গুণ থাকা হেতু খেলাপ হয় না, এরূপ ভাব।—উপকারাত্মক সেবারও অপেক্ষা নেই। কিন্তু কোনও প্রকার আশ্রয়মাত্রেই দান করেন, এই আশয়ে বলা হল সুহৃদঃ—নির্হেতুক হিতকারী। আবার উপকার-অনভিজ্ঞও নয়, এই আশয়ে বলা হ'ল কৃতজ্ঞাৎ—কৃতকর্ম জানেন, বহুমাননও করেন। সেই সেবা আভাসও বহুমন্য-মানরূপে পর্যবসান প্রাপ্ত হয়, এই আশয়ে বলা হল—সর্বান দদাতি—তাই সকল অভিলষিত বস্তু এমন কি আত্মাও দেন—যার বিষয় লাভ-অলাভাদিতে বৃদ্ধিহ্রাস নেই যার সেই কৃষ্ণ ভজতঃ—ভজনমাত্র করায় রত ও পুষ্প-পত্রাদি দ্বারা সেবমান জনকে সর্ব্বান্—তার অভীষ্ট বিষয়সমূহ দেন, এর মধ্যেও আবার সুহৃদঃ—প্রণয়ীজনকে তো দেনই, যে কারণে তাকে তো আত্মাকেও বন্ধুরূপে দিয়ে দেন অর্থাৎ তার অধীন হয়ে যান।—সে হেতু মদীয়গৃহে আগমনও আপনার পক্ষে আশ্চর্য্যের কিছু নয়, এরূপ ভাব ॥ জী০ ২৬ ॥

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ত্বদপরঃ ত্বত্তোঽন্যম্। ঋতগিরঃ সত্যবাক্যাৎ "কংসং হত্বা ত্বদগ্রহং যাস্যামী"তি স্ববাক্যং সত্যং কৃতমিতি ভাবঃ। সুহৃদঃ হিতকারিণঃ যেন দাসস্য হিতং স্যাত্তৎ ত্বমেব জ্ঞাত্বা করোষীত্যর্থঃ। কৃতজ্ঞাৎ কদাচিৎকমপি যৎকিঞ্চিদপি ভক্তেন বিস্মৃতমপি তদ্ভজনং কৃতং ত্বং জানাস্যেবেত্যর্থঃ। যো ভবান্ সুহৃদঃ শোভনান্তঃকরণায় নিষ্কামায়েত্যর্থঃ। ভজতে ভজনং কুর্বতে জনায় অভিকামান্ অভিবাঞ্ছিতার্থান্, সর্বানেব তেনাকামিতানপি দদাতি। নচ তাবতোঽপি দত্ত্বা নিবর্ত্ততে ইত্যাহ,—আত্মানং স্বমপি দদাতি। অত্র ভবানিত্যধ্যাহার্যম্। ননু স্বপর্যন্তদানং নাম

দিষ্ট্যা জনার্দ্দন ভবানিহ নঃ প্রতীতো
যোগেশ্বরৈরপি দুরাপগতিঃ সুরেশৈঃ ।
ছিন্ধ্যাশু নঃ সুত কলত্র-ধনাপ্ত গেহ-
দেহাদিমোহরশনাং ভবদীয়মায়াম্ ॥ ২৭ ॥

২৭। **অন্বয়ঃ** হে জনার্দন ! যোগেশ্বরৈঃ [সনকদিভিঃ] সুরেশৈঃ (ব্রহ্মরুদ্রাদিভিঃ] অপি দুরাপগতিঃ (দুর্লভা 'গতিঃ' জ্ঞানং যস্য সঃ) ভবান্ ইহ (মনুষ্যলোকে) নঃ (অস্মাকং) প্রতীতঃ (প্রতীতিবিষয়ং গতঃ ইতি) দিষ্ট্যা (মহদ্ভাগ্য অতঃ) আশু নঃ (অস্মাকং) ভবদীয় ময়াং (ভবদীয় মায়াকার্যভূতাং) সুত-কলত্র-ধনাপ্ত-গেহ-দেহাদিমোহ-রশনাং (পাশং) ছিন্দি (বিনাশয়) ।

২৭। **মূলানুবাদ** ঃ তাদৃশ কৃষ্ণ কৃপার প্রশংসা করতে করতে সলজ্জ হয়ে নিজের তদেক নিষ্ঠতার অন্তরায় দুরীকরণ প্রার্থনা করছেন—

হে ব্রহ্মাদির প্রার্থনীয় দর্শন ! সনকাদি-ব্রহ্মরুদ্রাদিরও দুজ্ঞে‍র্য় আপনি এই মনুষ্যলোকে আমাদের নয়ন-গোচর হয়েছেন। অহো এ আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এখন প্রার্থনা করছি, ভবদীয় মায়া কার্যভূত আমাদের সুত-কলত্র-ধন-সুহৃদ-গেহ দেহাদি মোহপাশ শীঘ্র ছেদন করে দিন।

মহানপচয়স্তত্রাহ,—যস্য তব উপচয়াপচয়ৌ ন স্তঃ । কোটিব্রহ্মাণ্ডবর্তিদ্রব্যেষু কোটিসঙ্খ্য ব্রহ্মাদ্যৈস্তভ্যমুপহৃতেষ্বপি তব ন কোঽপ্যুপচয়ঃ। ত্বয়া স্বভক্তায় স্বপর্যন্তবস্তুজাতপ্রদানেঽপি ন কোঽপ্যপচয়ঃ। অতর্ক্যানন্ত-শক্তিত্বাদিতি ভাবঃ ॥ বি০ ২৬ ॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **ত্বদপরং**—আপনা-ছাড়া অন্যজনকে। **ঋতগিরঃ**— সত্যবাক্ হেতু 'কংসকে বধ করবার পর তোমার ঘরে যাবো' এই স্ববাক্য সত্য করা হল, এরূপ ভাব। **সুহৃদঃ**—বহুপ্রকারে হিতকারী, যে প্রকারে দাসের হিত হয়, তা আপনি নিজেই জেনে নিয়ে করেন। **কৃতজ্ঞাৎ**—কোনও এক সময়ে কৃত হলেও সামান্য কিছু কৃত হলেও, ভক্ত করবার পর ভুলে গেলেও আপনার উদ্দেশ্যে কৃত ভজন সম্বন্ধে আপনি কিন্তু অবগত থাকেন, যে আপনি **সুহৃদঃ**—শোভন অন্তঃকরণ অর্থাৎ নিষ্কাম। **ভজতো**—ভজনে রত জনকে **অভিষ্টকামান্**— অভিষ্ট বিষয় সকলই দেন। সেই জনের দ্বারা যদি কিছু অনভিলষিতও থাকে, তবে তাও দেন। তাবৎ বিষয় দিয়েও আপনি নিবৃত্ত হন না, এই আশয়ে বলা হল **আত্মানং**—নিজেকেও দিয়ে দেন। যদি বলা হয়, স্বপর্যন্ত দান তো মহা অপচয় এরই উত্তরে, উপচয়-অপচয়ৌ যে আপনার বৃদ্ধি-হ্রাস নেই, (তাকে ছাড়া কার শরণ নিবে) । কোটিব্রহ্মাণ্ডবর্তী দ্রব্যসমূহে কোটি-সংখ্যক ব্রহ্মাদিদ্বারা উপহৃত হলেও আপনার কোন বৃদ্ধি হয় না। আবার আপনার দ্বারা স্বপর্যন্ত বস্তুসমূহ স্বভক্তকে প্রদত্ত হলেও আপনার কোনও অপচয় অর্থাৎ হ্রাস হয় না, আপনার অতর্ক্য-অনন্ত শক্তি থাকা হেতু, এরূপ ভাব। বি০ ২৬ ॥

ইত্যর্চ্চিতঃ সংস্তুতশ্চ ভক্তেন ভগবান্ হরিঃ।
অক্রূরং সস্মিতং প্রাহ গীর্ভিঃ সম্মোহয়ন্নিব ॥ ২৮ ॥

২৮। **অন্বয়** ঃ ইতি (পূর্বোক্ত প্রকারেণ) ভক্তেন [অক্রূরেণ] অর্চিত সংস্তুতশ্চ ভগবান্ হরিঃ গীর্ভি (মধুরমধুরবাক্ পরিপাটীভিঃ) সম্মোহয়ন্নিব (স্বস্মিন্ অত্যন্ত মমতাং বিস্তারয়ন্নিত্যর্থ ইবেতি) অক্রূরং প্রাহ।

২৮। **মুক্তানুবাদ** ঃ উক্তরূপে ভক্ত শ্রীঅক্রূর কর্তৃক নিজ জ্ঞাপনীয় বিষয়ানুকূল বচনে স্তুত সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ মনোহারিলীল কৃষ্ণ মধুর মধুর বাক্‌পরিপাটিতে নিজেতে অত্যন্ত মমতা বিস্তার করতে করতে অক্রূরকে বলতে লাগলেন।

২৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ তাদৃশতৎকৃপাং শ্লাঘমানঃ সলজ্জঃ সন্, নিজতদেক-নিষ্ঠতান্তরায়ব্যাহৃতিং প্রার্থয়তে- দিষ্ট্যেতি, জনার্দন ইতি হে ব্রহ্মাদিযাচ্যমানদর্শন। তদেব দর্শয়তি— যোগেতি, যোগেশ্বরৈঃ সনকাদিভিঃ, সুরেশৈর্ব্রহ্মভবাদিভিঃ; গতির্জ্ঞানং যস্য সঃ, প্রতীতঃ প্রত্যক্ষং প্রাপ্তঃ। এতদ্দিষ্ট্যা, অহো অস্মাকং ভাগ্যমহিমেত্যর্থঃ। ছিন্ধীত্যাদিকং নরলীলোচিতং বচনম্। আপ্তাঃ সুহৃদঃ ॥ জী০ ২৭ ॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ তাদৃশ কৃষ্ণ কৃপাকে প্রশংসা করতে করতে সলজ্জ হয়ে নিজের তদেকনিষ্ঠতার অন্তরায় দূরীকরণ প্রার্থনা করছেন—দিষ্ট্যা ইতি। জনার্দ্দন—[জীবৈঃ সেবিতুমর্দ্যতে যাচ্যতে] —হে ব্রহ্মাদি-যাচমান দর্শন! ইহাই দেখান হচ্ছে—**যোগেশ্বরৈররপি**—সনকাদি দ্বারা, **সুরেশৈঃ**—ব্রহ্মা-শিবাদি দ্বারা যাচমান দুরাপগতি—[গতি—জ্ঞান, প্রাপ্তি] দুর্জ্ঞেয়। **প্রতীতঃ**—প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত, এও ভাগ্যক্রমে হয়ে থাকে—অহো আমাদের ভাগ্যমহিমা। ছিন্দি—ছেদন কর। —এসব নরলীলোচিত বচন। **আপ্তাঃ**—সুহৃদ ॥ জীব০ ২৭ ॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নোঽস্মাভিঃ প্রতীতঃ প্রত্যক্ষীকৃতঃ। বি০ ২৭ ॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ নঃ—আমাদের দ্বারা প্রতীতঃ—প্রত্যক্ষীকৃত ॥ বি০ ২৭ ॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ সম্যক্ নিজ-জ্ঞাপ্যার্থানুকূলবচনতয়া স্তুতঃ। 'স ত্বং প্রভো' ইত্যাদিমিশ্রত্বাৎ গীর্ভিরিতি তদ্বৈশিষ্ট্যং বোধয়তি। শুদ্ধপ্রেমময়লৌকিকলীলাবিশেষাভিরুচেঃ, 'ত্বং নৌ গুরু' ইত্যাদিলক্ষণাভির্গীর্ভিঃ সম্মোহয়ন্ মূর্চ্ছয়ন্ ইবেতি চেতনায়ামপি বিবেকলোপাৎ। তত্র শক্তিদ্যোতকং ভগবান্, সর্বৈশ্বর্য্যাদিসম্পন্নো হরির্মনোহারিলীলশ্চেতি ॥ জী০ ২৮ ॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ সংস্তুতঃ—'সং' সম্যক্‌ভাবে অর্থাৎ নিজের

ত্বং নো গুরুঃ পিতৃব্যশ্চ শ্লাঘ্যো বন্ধুশ্চ নিত্যদা।
বয়ন্তু রক্ষ্যাঃ পোষ্যাশ্চ অনুকম্প্যাঃ প্রজা হি বঃ ॥ ২৯ ॥

২৯। **অন্বয় ঃ** শ্রীভগবান্ উবাচ। ত্বং নঃ (অস্মাকম্) গুরুঃ, পিতৃব্য, শ্লাঘ্য (পরমোত্তমত্বাৎ প্রশংসনীয়) বন্ধুশ্চ নিত্যদা (নিত্যং) বয়ন্তু রক্ষ্যাঃ (আপদ্ভ্যঃ পালনীয়াঃ), পোষ্যাঃ (ভোজনাদিনা পোষণযোগ্যাঃ) অনুকম্প্যাঃ (সদুপদেশাদিনা দয়নীয়াঃ) হি (যতঃ) বঃ (যুষ্মাকং) প্রজাঃ [বয়ং]।

২৯। **মূলানুবাদ ঃ** হে অক্রূর! আপনি আমাদের উপদেষ্টা, পিতৃব্য, পরমোত্তম হওয়া হেতু প্রশংসনীয় বন্ধু। আমরা সর্বদা আপনা কর্তৃক আপদ্ থেকে রক্ষণীয়, ভোজনের দ্বারা পালনীয় ও সদুপদেশ দ্বারা অনুগ্রহণীয়, যেহেতু আমরা আপনার পুত্রতুল্য।

জ্ঞাপনীয় অসুর-নাশরূপ বিষয়ানুকূল বচনে স্তুতি করলেন অক্রুর। —হে প্রভো! 'স ত্বং' ২৪ শ্লোক—সেই আপনি বসুদেব গৃহে অবতীর্ণ ইত্যাদি অনুকূল বচনে স্তুত, তাই অনুকূল। **গীর্ভি**—[গীঃ—বানীদেবী সরস্বতী] এই 'গীঃ' শব্দ ব্যবহারে কৃষ্ণের বাক্যের বৈশিষ্ট্য বুঝানো হয়েছে।—[শ্রীসনাতন—'গীর্ভি' মধুর মধুর বাক্ পরিপাটীতে।] শুদ্ধ প্রেমময় লৌকিক লীলাবিশেষ তাঁর অভিরুচি হেতু। [ত্বং নো গুরুঃ] অর্থাৎ হে অক্রুর! 'আপনি আমাদের গুরু' ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত বচনের দ্বারা **সম্মোহয়ন্**—চেতনাতেও বিবেক লোপ করে দিতে দিতে—এ বিষয়ে কারণ হিসাবে ব্যবহার হল, শক্তিদ্যোতক **ভগবান্**—সর্বৈশ্বর্যাদি সম্পন্ন ও হরি মনোহারিলীল শব্দ ॥ জী° ২৮ ॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** সংমোহয়ন্ ঐশ্বর্যজ্ঞানং পুষ্ণন্। ইবেতি সম্যগলুপ্তন্নপি। ॥ বি° ২৮।

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সম্মোহয়ন্নিব**—ঐশ্বর্যজ্ঞান পোষণ করত **ইবেতি**—সম্যক্ ভাবে জ্ঞান আচ্ছাদিত না করেও (মোহিত করিয়াই যেন বলতে লাগলেন) ॥ বি° ২৮ ॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** নোঽস্মাকমিতি বিনয়েনাত্মনঃ সাধারণ্যাপাদনার্থং শ্রীবলদেবাদ্যপেক্ষয়া। গুরুরুপদেষ্টা, বন্ধুশ্চ হিতাচরণেন। তত্র শ্লাঘ্যঃ, পরমোত্তমত্বাৎ, কিংবাস্য পদস্য সর্বৈরপ্যন্বয়ঃ। নিত্যদেত্যস্য পরেণান্বয়ঃ, নিত্যমিত্যর্থঃ। আপদ্ভ্যো রক্ষ্যাঃ, ভোজনাদিনা পোষ্যাঃ, সদুপদেশাদিনানুকম্প্যাশ্চ, হি যতো, বঃ প্রজা বয়ম্ ॥ জী ২৯ ॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ নঃ গুরুঃ** আমাদের গুরু—এ বাক্য ব্যবহার, বিনয়ে নিজেকে সাধারণ্যে নামিয়ে আনার জন্য।—শ্রীবলদেবাদির অপেক্ষায় 'নঃ' (আমাদের) বহুবচন ব্যবহার। **গুরু**—উপদেষ্টা ও **বন্ধুশ্চ** শ্লাঘ্য—মঙ্গল আচরণ করায় বন্ধু। বন্ধু হিসাবেও 'শ্লাঘ্যস্ত' প্রশংসনীয়ও, পরমোত্তম হওয়া হেতু। কিম্বা এই 'শ্লাঘ্য' পদের সম্পর্ক সকল পদের সহিতই। অতএব ৩০ শ্লোকের 'নিত্যদা' পদের সহিত পরের 'রক্ষ্যাঃ' ইত্যাদির সহিত অন্বয় করে অর্থ এরূপ হবে। আমরা নিত্য আপৎ থেকে রক্ষণীয়, ভোজনের দ্বারা পালনীয়, সদুপদেশ দ্বারা অনুগ্রহণীয় হি- যেহেতু **বঃ**—তোমার প্রজা আমরা ॥ জী° ২৯ ॥

ভবদ্বিধা মহাভাগা নিষেব্যা অর্হসত্তমাঃ।
শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ ॥৩০॥

৩০। **অন্বয়** ঃ শ্রেয়স্কামৈঃ নৃভিঃ (মানবৈঃ) ভবদ্বিধা (ভবাদৃশাঃ) অর্হসত্তমাঃ (পূজ্যতমঃ) মহাভাগাঃ (মহত্তমাঃ) নিষেব্যাঃ (নিতরাং সেব্যাঃ) দেবাঃ স্বার্থাঃ (স্বকার্যসাধনপরাঃ) সাধব ন (স্বার্থাঃ পরন্তু পরানুগ্রহপরাঃ, অতঃ সাধব এব পরমার্থতঃ দেবা ইতি ত এব সেব্যা ইত্যর্থঃ)।

৩০। **মূলানুবাদ** ঃ অতএব বিশেষ করে মহত্তম হওয়া হেতু আপনি আমাদের সেব্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

শ্রেয়োঽভিলাষী মানুষ কর্তৃক ভবাদৃশ জনেরা পরিপাটির সহিত সর্বদা সেবনীয়, কারণ তারা পূজ্যগণের মধ্যেও পূজ্যতম, এ হেতু সেবাযোগ্যতম। —দেবতারা স্বকার্যসাধনপর। সাধুরা কিন্তু সেরূপ নয়, তারা পরানুগ্রহপর।

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ প্রজাঃ পুত্রতুল্যাঃ। এবং ব্যবহারদৃষ্ট্যা ত্বমস্মাকমাদরণীয় এব। পরমার্থদৃষ্ট্যা তু ত্বং পরমবৈষ্ণবত্বাৎ পূজ্য এবেত্যাহ,—ভবদ্বিধা ইতি। ॥বি০ ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ প্রজাঃ—পুত্রতুল্য। —হে অক্রূর! তুমি আমাদের গুরু, পিতৃব্য ইত্যাদি—এইরূপে ব্যবহার দৃষ্টিতে তুমি আমাদের অতি আদরণীয়, পরমার্থ দৃষ্টিতে তুমি পরমবৈষ্ণব হওয়া হেতু অবশ্য পূজ্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ভবদ্বিধা ইতি ॥ বি০ ২৯ ॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ অতো মহত্তমত্বাচ্চ বিশেষতোঽস্মাকং ত্বমেব সেব্য ইত্যাশয়েনাহ—ভবদ্বিধা ইতি, কিং পুনঃ সাক্ষাত্তবন্ত ইত্যর্থঃ, অতো দেবেভ্যোঽপি ভবদ্বিধা মহত্তমা ইতি ভাবঃ। নৃভির্নিত্যং সম্যঙ্নিতরাং সেব্যাঃ, অতো মহাভাগাঃ, মহান্ ভাগঃ পরমভাগবতত্ব-প্রাপ্তিহেতুর্ভাগো ভাগ্যং যেষাং তে, মহত্তমা ইত্যর্থঃ, অতোঽর্হত্তমাঃ সেবাযোগ্যতমা ইত্যর্থঃ। পাঠান্তরে অর্হ্যন্তে ইতি অর্হ্যাঃ পূজ্যাঃ, তেষু সত্তমাঃ। নৃভিরিতি প্রায়ো মনুষ্যাণামেব শ্রেয়ঃসাধকত্বাৎ। অত্র চ স্বস্যাপি পিতৃব্যতয়োক্ত্যা যাদবতয়া মনুষ্যতামননাৎ শ্রেয়স্কামৈরিতি বহুত্বেন মুক্তিভগবদ্ভক্তি-পর্য্যন্তানি শ্রেয়াংসি গৃহ্যন্তে। অতো ভগবদ্ভাগবত-ব্যতিরিক্তানাং নেবজাতীনাং ন তাবতী শক্তিঃ। স্বল্পফলদায়কত্বেঽপ্যস্তি দোষান্তরমিত্যাহ—দেবা ইতি। অতো দেবেভ্যোঽপি ভবদ্বিধা দেবত্বাদিজাতি-নিরপেক্ষতয়া মহত্তমা ইতি ভাবঃ। সাধবঃ—'তিতিক্ষবঃ' ইত্যারভ্য 'ত এতে সাধবঃ সাধ্বি' (শ্রীভা ৩।২৫।২১।২৪) ইতি পর্য্যন্তেন লক্ষিতাঃ॥ জী ৩০ ॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ অতএব আপনি মহত্তম হওয়া হেতু বিশেষত আমাদের সেবা, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—আপনার সদৃশ মহাভাগ্যবান জনই অতিশয় সেবনীয়, সাক্ষাৎ আপনি যে

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥৩১॥

৩১। **অন্বয়** ঃ অম্ময়ানি (জলময়ানিগঙ্গাদীনি) তীর্থানি ন (ভবদ্বিধা ইব পাবন করানি ন, যথা ভবাদৃশা পুনন্তি তথা ম পুনন্তি) মৃচ্ছিলাময়াঃ (মন্ময়াঃ শিলাময়াশ্চ) দেবা ন (যথা ভবাদৃশাঃ পুনন্তি তথা ন পুনন্তি) তে উরুকালেন (বহুকালেন সেবিতা পুনন্তি) সাধবঃ দর্শনা দেব [পুনন্তি] ।

৩১। **মূলানুবাদ** ঃ সেবার বিনিময়ে পবিত্রতা প্রাপ্তি বিষয়ে তীর্থ ও দেবতার থেকে সাধুদের বহুত অন্তর, সেই কথাই বলা হচ্ছে—

সাধুদের ন্যায় পবিত্রতা বিধায়ক নয় জলময় গঙ্গাদি তীর্থ, এমন কি মৃন্ময়-শিলাময় দেবগণও নয়। তীর্থ ও দেবগণকে সেবা করলে দীর্ঘকালে পবিত্র করেন। পরন্তু দর্শনমাত্রেই সাধুগণ পবিত্র করে থাকেন।

সেবনীয়, এতে কার বলবার কি আছে। দেবতাদের থেকেও আপনার সদৃশ জনেরা মহত্তম, এরূপ ভাব! 'নিত্যং' সম্যকপ্রকারে 'নিষেব্য' [নি—নিতরাং] অতিশয়রূপে সেবনীয়। —যেহেতু **মহাভাগাঃ**—মহান্ ভাগ্যবান্। পরম ভাগবতত্ব প্রাপ্তি হেতু যাদের 'ভাগঃ' ভাগ্যোদয় হয়েছে, তাঁরা মহত্তম। অতএব **অর্হত্তমাঃ**—সেবা যোগ্যতমা। পাঠান্তরে **অর্হসত্তমাঃ**- [অর্হন্তে ইতি অর্হ্যাঃ] পূজ্যজনদের মধ্যে সত্তম অর্থাৎ পূজ্যতম। **শ্রেয়স্কামৈর্নৃভিঃ**—এখানে 'নৃ' শব্দটি ব্যবহারের কারণ 'নৃ' মানুষদের মধ্যেই শ্রেয়সাধক অর্থাৎ শ্রীভগবৎপাদপদ্মলাভ রূপ মঙ্গলের সাধক হয়ে থাকে। এখানেও পিতৃব্য-রূপে নিজেরই উক্তি দ্বারা অক্রূরকে যাদবরূপে মানুষ মাননা হেতু অক্রূর শ্রেয়সাধকরূপে দর্শিত। **'শ্রেয়স্কামৈঃ'** বহুবচন ব্যবহারে মুক্তি, ভগবৎভক্তি পর্যন্ত শ্রেয়সমূহ গ্রহণ করা হয়েছে। অতঃপর বলবার কথা শ্রীভগবান্ ও তাঁর ভক্ত ছাড়া দেবজাতিদের ততদূর পর্যন্ত শ্রেয়দানের শক্তি নেই। স্বল্পফলদায়কত্বেও অন্য দোষ আছে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **দেবা ইতি**—দেবতাগণ স্বার্থ জেনেই শ্রেয় দান করে থাকেন। দেবতাদের মধ্যেও আপনাদের সদৃশ জনেরা দেবত্ব প্রভৃতি জাতি নিরপেক্ষ-ভাবে মহত্তম, এরূপ ভাব। **সাধব ইতি**—সাধুগণ স্বার্থপর নয়। 'সাধু' শব্দে তিতিক্ষা থেকে আরম্ভ করে 'ত এতেসাধবঃ সাধ্বি'—(শ্রীভা০ ৩।২৫।২১।২৪) ইত্যাদি পর্যন্ত লক্ষিত। [বিশ্বনাথ টীকা—সাধুর লক্ষণ বলা হচ্ছে চারটি শ্লোকে। এ বিষয়ে তটস্থলক্ষণ বলা হচ্ছে তিতিক্ষব ইতি—সহিষ্ণু, জীব দুঃখে দয়াদ্র, সর্ব জীবের সুহৃদ, অজাত শত্রু, অনুগ্র. সরলতা, সাধুভূষণ। স্বরূপ লক্ষণ—এঁরা আমাকেই একমাত্র ভজনীয় বিষয় জ্ঞানে আমাতে একনিষ্ঠ ভক্তি করে থাকেন, আমার সেবাসুখ তাৎপর্যার্থে সর্বধর্ম ত্যাগ করেন, তাহারা মদ্বিষয়ক পবিত্র কথা শ্রবণ ও পরস্পর কীর্তন করে থাকেন, এদের ব্যথিত করতে পারে না আধ্যাত্মিকাদি তাপ। শ্রীভা০ ৩।২৫।২১।২৪] ॥ জী ৩০ ॥

Acc. No 1423
Coll No 294.5926 গোস্বামী MS(০)
Date
B. G. M.

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অর্হ্যন্ত ইত্যর্হাঃ পূজ্যাস্তেষু সত্তমাঃ। নন্থ, নৃভির্দেবাঃ সেব্যা ইতি প্রসিদ্ধিস্তত্রাহ,—দেবাঃ খলু স্বার্থাঃ স্বকার্যসাধনপরাঃ ন তু তথা সাধবঃ। তে তু পরানুগ্রহকাতরা এবেতি ভাবঃ ॥ বি° ৩০ ॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অর্হসত্তমা**—পূজনীয়গণের মধ্যেও মহামান্য। যদি বলা হয়, মানুষের দ্বারা তো দেবতাগণই সেব্য, এরূপইতো প্রসিদ্ধি, এরই উত্তরে দেবতারা তো স্বার্থাঃ—স্বকার্য-সাধনপরা, সাধুরা কিন্তু সেরূপ নয়। তারা তো পরানুগ্রহকাতরা, এরূপ ভাব। ॥ বি° ৩০ ॥

৩১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অতো যদি দেবাঃ সাধারণাঃ সেবিতুং সাক্ষাৎ লভ্যন্তে, তদাপি ন সাম্যঃ, সাক্ষাত্তু দুর্লভা এব; ততঃ প্রতিমারূপেন যৎ সেব্যন্তে, তত্র তু তদপেক্ষয়াতিনিকর্ষ ইতি বক্তুং প্রসঙ্গতস্তীর্থানামপি সাধারণানাং তমাহ—ন হীতি। তে তত্তদ্রূপতীর্থদেবাঃ। একশেষত্বেহপি নপুংসকত্বাভাব আর্ষঃ। পুনন্তি চিত্তমলতঃ শোধয়ন্তি, তদ্দর্শনাদেবেতি প্রথম-ক্ষণ-দর্শন এবেদং তুলাতে, দ্বিতীয়ক্ষণাদৌ তু ন ইতি ভাবঃ ॥ জী° ৩১ ॥

৩১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতএব যদি সাধারণ দেবতা সেবা করার জন্য সাক্ষাৎ ভাবেও সম্মুখে পাওয়া যায়, তথাপি সাধুদের সহিত সাম্য হয় না। সেই সাক্ষাৎভাবে পাওয়াও কিন্তু অতি দুর্লভ। অতঃপর প্রতিমারূপে যে সেবা করা হয়, তথায় সাধুদের থেকে দেবতাদের অনেক ব্যবধান, একথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে সাধারণ তীর্থদেরও যে এরূপ ব্যবধান, সেই কথাই বলা হচ্ছে, 'ন হীতি'। **তে**—সেইসেইরূপ তীর্থ ও দেবতা **পুনন্তি**—চিত্তমালিন্য দূর করত পবিত্র করেন। **দর্শনাদেব**—সাধু প্রথমক্ষণের দর্শনেই পবিত্র করেন, এঁর সঙ্গেই তীর্থ ও দেবতার তুলনা। কিন্তু সাধু দর্শনের দ্বিতীয় ক্ষণের সহিত মোটেই তুলনা হয় না ॥ জী° ৩১ ॥

৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অম্ময়ানি তীর্থানি, নহীতি শিরশ্চালনে নঞ্। অপি তু এবং দেবা অপি তু ভবন্ত্যেব এবং দেবা অপি, কিন্তু সাধুনাং তেভ্যো মহদন্তরমিত্যাহ,—তে ইতি। একশেষে পুংস্ত্বমার্ষম্। দর্শনাদপি ॥ বি° ৩১ ॥

৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আচ্ছা তীর্থের সেবায় শ্রেয়ঃ অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতি হয় কি? এরই উত্তরে, **ন হীতি**—মাথা ঝেঁকে বললেন না না। **অম্ময়ানি**—তীর্থ সকল কি পাবন হয় না, হয়ত নিশ্চয়ই, এরূপই দেবতাগণও পাবন হয়। কিন্তু সাধুদের তাদের সহিত বহুত ব্যবধান! তীর্থাদি পবিত্র করে সেবা করলে—আর সাধু দর্শনেই পবিত্র করে ॥ বি° ৩১ ॥

স ভবান্ সুহৃদাং বৈ নঃ শ্রেয়ান্ শ্রেয়শ্চিকীর্ষয়া।
জিজ্ঞাসার্থং পাণ্ডবানাং গচ্ছস্বত্বং গজাহ্বয়ম্ ॥ ৩২ ॥

৩২। **অন্বয়** ঃ ['কিঞ্চিচ্চিকীর্ষয়ন্' [শ্রীভা০ ১০।৪৮।১২) প্রাগাদিতি যদুক্তং তৎকার্য-মাদিশতি 'স ইতি']

নঃ (অস্মাকং) সুহৃদাং (যাদবানাং মধ্যে) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠঃ) বৈ (ইতি প্রসিদ্ধং) [অতঃ] সঃ [উক্তবিধঃ] ভবান্ শ্রেয়ঃ চিকীর্ষয়া (অস্মাকং শ্রেয়ঃ কর্ত্তুং ইচ্ছয়া) পাণ্ডবানাং জিজ্ঞাসার্থ (সুখ দুঃখ বিচারার্থং, বা তেষাং যা জিজ্ঞাসা ধৃতরাষ্ট্রাশ্রয়ে তে কথমবতিষ্ঠন্ত ইতি পর্যালোচনং তদর্থং) গজাহ্বয়ং (হস্তিনাপুরং) ত্বং গচ্ছস্ব (গচ্ছ)।

৩২। **মূলানুবাদ** ঃ কিঞ্চিৎ কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য পূর্বে যা বলা হয়েছিল (৪৮।১২) শ্লোকে সেই কার্য আদেশ করছেন—

সাধুরূপে উক্ত মাহাত্ম্য, বিশেষতঃ সুহৃদ, যাদবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনি আমাদের মঙ্গলেচ্ছায় ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়ে পাণ্ডবেরা কেমন আছে, এই যা জিজ্ঞাসা তার অনুসন্ধানের জন্য হস্তিনাপুরে যান।

৩২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ এতাবতা যদ্বিবক্ষিতং, তদাহ—স—সাধুত্বেনোক্ত-মাহাত্ম্যঃ, বিশেষতশ্চ নোঽস্মাকং সুহৃদো যাদবাস্তেষাং মধ্যে কিংবা, সুহৃদাং জ্ঞাতীনাং নো মধ্যে। বৈ প্রসিদ্ধৌ। শ্রেয়শ্চিকীর্ষয়া—পাণ্ডবানাং যা জিজ্ঞাসা ধৃতরাষ্ট্রাশ্রয়ে, তে কথমবতিষ্ঠন্তে ইতি পর্যালোচনং, তদর্থম্॥ জী০ ৩২ ॥

৩২। **শ্রীজীব বৈ তো টীকানুবাদ** ঃ এতক্ষণ পর্যন্ত মনে যা বলবার ছিল, তাই বলা হচ্ছে,—**স ভবান্**—সেই আপনি ভক্ত মহাত্মা, আরও বিশেষতঃ **নঃ**—আমাদের **সুহৃদাং**—সুহৃদ যাদবদের মধ্যে, কিম্বা জ্ঞাতিদের মধ্যে 'শ্রেয়ান্' শ্রেষ্ঠ। **বৈ**—ইহা প্রসিদ্ধই আছে। **শ্রেয়শ্চিকীর্ষয়া**—আমাদের হিত করার ইচ্ছায় **পাণ্ডবানাং জিজ্ঞাসার্থং**—পাণ্ডবদের সম্বন্ধে যা জিজ্ঞাসা, যথা 'ধৃত-রাষ্ট্র-আশ্রয়ে তারা কেমন বা আছে?' এরূপ মনের প্রশ্ন, তারজন্য হস্তিনা পুরে যান ॥ জী০ ৩২ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অতঃ পিতৃব্যত্বেনাস্মৎপ্রিয়ঙ্করত্বাৎ সাধুত্বেন পরোপকারকত্বাচ্চ ইদং ত্বয়া কর্তব্যমিত্যাহ,—স ইতি। গচ্ছস্ব গচ্ছ। স্বেতি সম্বোধনং বা ॥ বি০ ৩২ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ অতএব পিতৃব্য বলে, আমাদের হিতকারী বলে এবং সাধু বলে পরোপকারক হওয়া হেতু, ইহা তোমা কর্তৃক করণীয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, 'স ইতি'। গচ্ছস্ব 'স্ব'—স্বয়ং যান, বা ইহা সম্বোধন ॥ বি০ ৩২ ॥

পিতর্য্যুপরতে বালাঃ সহ মাত্রা সুদুঃখিতাঃ।
আনিতাঃ স্বপুরং রাজ্ঞা বসন্ত ইতি শুশ্রুম ॥ ৩৩ ॥

তেষু রাজাম্বিকাপুত্রো ভ্রাতৃপুত্রেষু দীনধীঃ।
সমো ন বর্ততে নূনং দুষ্পুত্রবশগোঽন্ধদৃক্ ॥ ৩৪ ॥

৩৩। **অন্বয়** ঃ পিতরৌ [পাণ্ডৌ] উপরতে (স্বর্গং গতে সতি) মাত্রা সহ সুদুঃখিতাঃ বালাঃ [শতশৃঙ্গাখ্য পর্ব্বতাৎ মুনিভিঃ] স্বপুরং আনিতাঃ [সন্তঃ তত্র অধুনা] রাজ্ঞা [ধৃতরাষ্ট্রেন সহ] বসন্তে (বসন্তি) ইতি শুশ্রুম (শ্রুতবন্তো বয়ম্)।

৩৪। **অন্বয়** ঃ ভ্রাতৃপুত্রেষু তেষু (যুধিষ্ঠিরাদিষু বিষয়ভূতেষু) দীনধীঃ (ক্ষুদ্রবুদ্ধিঃ) দুষ্পুত্রবশগঃ অন্ধদৃক্ অম্বিকাপুত্রঃ [পাণ্ডোঃ বিমাত্রাপুত্রঃ] রাজা সমঃ (তুল্যভাবাপন্নো) ন বর্ততে।

৩৩। **মূলানুবাদ** ঃ সেই জিজ্ঞাসাই সকারণ-সপ্রয়োজন বলা হচ্ছে, তিনটি শ্লোকে—

পিতা পাণ্ডু স্বর্গে গেলে মাতার সহিত সুদুঃখিত বালকগণ শতশৃঙ্গাখ্য পর্বত থেকে মুনিদেরদ্বারা স্বপুরিতে আনিত হলে তথায় তাঁরা অধুনা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বাস কর্চ্ছেন, এরূপ শুনেছি আমরা।

৩৪। **মূলানুবাদ** ঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধি অজ্ঞ অম্বিকাপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র, কুসন্তান দুর্যোধনের বশবর্তী হয়ে ভ্রাতুষ্পুত্র যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি সমভাবাপন্ন নয় বলেই আমার মনে হচ্ছে।

৩৩। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ জিজ্ঞাস্যমেব সকারণং সপ্রয়োজনঞ্চাহ—পিতরীতি ত্রিভিঃ। উপরতে শান্তে ইতি তাদৃশাদরণীয়জনেষশ্লীল-বচনানর্হতা-খ্যাপনায়। বালা ইত্যানয়নসময়াপেক্ষয়া। রাজ্ঞেত্যন্ধস্যাপি তস্যাধুনা দৈবাদ্রাজত্বপ্রাপ্তিশ্চ জাতেতি সূচিতম্। শুশ্রুমেতি লৌকিক-লীলামাধুর্য্যম্, অগ্রে 'নূনম্' ইতি ॥ জী॰ ৩৩ ॥

৩৩। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ (সেই জিজ্ঞাসাই সকারণ ও সপ্রয়োজন বলা হচ্ছে, 'পিতরীতি' তিনটি শ্লোকে। **উপরতে**—পিতা পাণ্ডু শান্ত হলে অর্থাৎ স্বর্গগত হলে, পাণ্ডুর মতো তাদৃশ আদরণীয় জনে অশ্লীল বচনের অযোগ্যতা খ্যাপনের জন্য এই 'শান্ত' বাক্য ব্যবহার। হস্তিনাপুরে আনার সময়-অপেক্ষায় এই 'বালা' শব্দের প্রয়োগ **রাজ্ঞা**—অন্ধ হলেও ধৃতরাষ্ট্রের অধুনা দৈবাৎ রাজত্ব প্রাপ্তিও হয়েছে এরূপ সূচিত হল 'রাজ্ঞা' শব্দে। **শুশ্রুম**—আমরা শুনেছি, ইহা দ্বারা লৌকিক লীলার উচিত মাধুর্য ব্যক্ত হল। পরের শ্লোকে এই কথাকে নিশ্চিতও করা হয়েছে 'নূনং' শব্দে ॥ জী॰ ৩৩ ॥

গচ্ছ জানীহি তদ্বৃত্তমধুনা সাধ্বসাধু বা।
বিজ্ঞায় তদ্বিধাস্যামো যথা শং সুহৃদাং ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

ইত্যক্রূরং সমাদিশ্য ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
সঙ্কর্ষণোদ্ধবাভ্যাং বৈ ততঃ স্বভবনং যযৌ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
অক্রূরগৃহগমনং নাম অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

৩৫। **অন্বয়** ঃ অধুনা [এব তং] গচ্ছ, তদ্বৃত্তং (তস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য বৃত্তং) সাধু অসাধু বা জানীহি, তৎ [বৃত্তং বিজ্ঞায় (ভবন্মুখাৎ বিশেষেণ জ্ঞাত্বা) [ততঃ] সুহৃদাং [পাণ্ডবানাং] শং (সুখং) যথা ভবেৎ [তথা] বিধাশ্যামঃ।

৩৬। **অন্বয়** ঃ ঈশ্বর (সর্বনিয়ন্তাপি) ভগবান্ (সমগ্রৈশ্বর্য্যপূর্ণোঽপি) হরিঃ ইতি (পূর্বোক্ত অনুনয় প্রকারেণৈব) অক্রূরং সমাদিশ্য ততঃ (অক্রূরগৃহাৎ) সঙ্কর্ষণোদ্ধবাভ্যাং [সহ] স্বভবনং যযৌ বৈ (সম্বোধনে, তচ্চ লীলামাধুর্য-অনুভব বৈশিষ্ট্যায় ইত্যর্থঃ)।

৩৫। **মূলানুবাদ** ঃ কাল-বিলম্ব না করে এখনই আপনি তথায় গমন করুন। ধৃতরাষ্ট্রের বৃত্তান্ত ভাল কি মন্দ জেনে আসুন। আপনার মুখ থেকে সব কথা ভালভাবে জেনে যা কিছু করণীয় তা করব, যাতে পাণ্ডবদের মঙ্গল হয়।

৩৬। **মূলানুবাদ** ঃ সর্বনিয়ন্তা, সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ হরি পূর্বোক্ত অনুনয় প্রকারেই সম্বর্ধনা জ্ঞাপন-পূর্বক শ্রীঅক্রূর মহাশয়কে আদেশ প্রদান করে তার গৃহ থেকে শ্রীবলরাম ও উদ্ধব মহাশয়ের সহিত স্বীয় ভবনে গমন করলেন।

৩৪-৩৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ নূনং বিতর্কে, সমো ন বর্ত্তয়ে। তৎ কুতঃ ? অম্বিকাপুত্রঃ পাণ্ডোর্বৈমাত্রেয়ত্বাদিত্যর্থঃ। হেত্বন্তরং দুষ্পুত্রবশগঃ। তৎ কুতঃ ? দীনধীঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধিঃ। তদপি কুতঃ ? অন্ধদৃক্, তদাদীনাং সামুদ্রিকে বহুদোষস্মরণাৎ। অধুনৈব গচ্ছ, তস্য, রাজ্ঞো বৃত্তং সাধু বা ভবত্যসাধু বেতি জানীহীত্যর্থঃ। ততস্তথা ভগবান্ সমগ্রৈশ্বর্য্যাদিপূর্ণোঽপি হরিঃ মনসৈব দুষ্টসংহারসমর্থোঽপি ঈশ্বরঃ সর্ব্বনিয়ন্তাপি। ইতি পূর্ব্বোক্তানুনয়প্রকারেণৈব সম্যক্পুরস্কারপূর্ব্বকম্, আদিশ্য ততোঽক্রূরগৃহাৎ সঙ্কর্ষণোদ্ধবাভ্যাং সহেতি, ন ত্বনুব্রজনার্থমক্রূরেণাপীতি, তৎপ্রস্থাপনত্বরা দর্শিতা। স্বেতি তস্মিন্ ভবনে তদনন্তরং স্বেচ্ছাময়বিলাসঃ সূচিতঃ। বৈ সম্বোধনে, তচ্চ লীলা-মাধুর্য্যানুভববৈশিষ্ট্যায় ॥ জী০ ৩৪-৩৬ ॥

৩৪-৩৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ নুনং**—বিতর্কে ভ্রাতুষ্পুত্রদের প্রতি রাজা ধৃতরাষ্ট্র তুল্য ব্যবহার করেন না। এরূপ সম্ভাবনা মনে উঠল কি করে? উঠল,, ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর বৈমাত্রেয় ভাই হওয়া হেতু—অন্য হেতু ধৃতরাষ্ট্র দুষ্টপুত্রের বশ। ইহাই বা কি করে বলা হচ্ছে? তার উপর আবার অন্ধচক্ষু, ইহাই বা কি করে বলছেন? বলা হচ্ছে, তার কর-চরণের রেখায় বহুদোষ স্মরণ হেতু।

অধুনা—অধুনাই গমন করুন। সেই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আচরণ ভাল কি মন্দ, তা জেনে আসুন।

ভগবান্—সমগ্র ঐশ্বর্যাদিপূর্ণ হয়েও, **হরিঃ**—মনে মনে ইচ্ছামাত্রে দুষ্ট সংহারে সমর্থ হয়েও, অক্রূরকে উক্তপ্রকার নির্দেশ দিলেন। **ইতি**—পূর্বোক্ত অনুনয় প্রকারেই **সম্যাদিশ্য**—সম্যক পুরস্কারপূর্বক আদেশ করত **ততঃ**—অক্রূরের গৃহ থেকে স্বভবনে গেলেন **সঙ্কর্ষণোদ্ধবাভ্যাং**—বলরাম ও উদ্ধবের সহিত—অনুব্রজনের জন্য অক্রূরের কথাও এই সঙ্গে উক্ত হল না না, এরদ্বারা তাঁর হস্তিনাপুর প্রস্থানের ত্বরা দেখান হল। **স্বভবনং**—এই 'স্ব' শব্দ প্রয়োগে সূচিত হল নিজের ঘরে এরপর স্বেচ্ছাময় বিলাস। **বৈ**—সম্বোধনে, এই 'বৈ' ধ্বনিও শ্রীশুকদেব করলেন লীলা মাধুর্য অনুভব বৈশিষ্টের প্রকাশার্থে ॥ জী০ ৩৪-৩৬ ॥

৩ ৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** রাজ্ঞা ধৃতরাষ্ট্রেন বসন্তে বসন্তি ॥ বি০ ৩৩-৩৬ ॥

৩৩ ৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ রাজ্ঞা**—ধৃতরাষ্ট্রের সহিত **বসন্তে**—বাস করছে।
॥ বি০ ৩৩-৩৬ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু দীনমণিকৃত দশমে
অষ্টচত্বারিংশো অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।